বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে উপনিষন্মালা

ঈশোপনিষৎ

মূল-সান্বয়ানুবাদ—শ্লোকার্থ—শব্দার্থ—শঙ্করভাষ্য ও
তাৎপর্য্যসম্বলিত

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক
শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ, এম্, এ
সম্পাদিত

বঙ্গীয় শঙ্কর সভা হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪৫

মূল্য ।০ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
নিউ আর্য্যমিশন প্রেস
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

শ্লোক সূচী

(মাতৃকাবর্ণক্রমেণ)

ভূমিকা

যাহা সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে, তাহাকে উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা বলে। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থও উপচারবশতঃ উপনিষৎ নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রসূত সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া আমাদের শরীরকে ব্রহ্মাবাপ্তির যোগ্য করিয়া থাকে এবং আমাদের আত্মাকে ব্রহ্মভাবে উন্নীত করে। এই জন্য আচার্য্যগণ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহকে উপনিষৎ বলিয়া কহিয়াছেন*। প্রতিপাদক-রূপে সৎস্বরূপ আত্মার সমীপস্থ বলিয়াও ইহাকে উপনিষৎ বলিতে পারা যায়।

বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডকে **কল্প** এবং জ্ঞানকাণ্ডকে **রহস্য** বলা হয়। মীমাংসকগণ বেদকে **মন্ত্র** ও **ব্রাহ্মণ**, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন †। বেদের **সংহিতা** ভাগে **মন্ত্র** এবং **ব্রাহ্মণ** ভাগে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ উপনিবদ্ধ আছে। মন্ত্রগুলি যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণে যজ্ঞের প্রণালী এবং দুরূহ মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণকে বেদের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। অরণ্যে রচিত এবং আরণ্যক-গণের কর্ত্তব্যের প্রতিপাদক বলিয়া ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ আরণ্যক নামে আখ্যাত। ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণের অংশ উপনিষৎ রূপে পরিচিত। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদের অন্তঃ বা প্রতিপাদ্য উপনিষদে রহিয়াছে বলিয়া বেদান্ত এই নামটী সার্থক ‡। জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া উপনিষৎকে রহস্য ও বলা হয়।

---

* উপনীয়েমমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং ততঃ।
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জং চ তস্মাদুপনিষন্মতা॥

† মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম্।

‡ বেদান্ত বলিতে আমরা সাধারণতঃ ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রকে বুঝিয়া থাকি। উপনিষদের সারগ্রহণ করিয়াই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছে

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা রহিয়াছে। উপনিষৎগুলির মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মৈত্রায়ণী—এই দ্বাদশখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক। আচার্য্য শঙ্কর এই দ্বাদশখানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

বেদের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া উপনিষৎগুলিও সাধারণতঃ ঋগাদি বেদভেদে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ঋগ্‌বেদীয় উপনিষৎগুলির মধ্যে **ঐতরেয়** ও **কৌষীতকী** প্রসিদ্ধ। সামবেদের **ছান্দোগ্য** ও **কেন**; শুক্লযজুর্বেদের **বৃহদারণ্যক** ও **ঈশ**; কৃষ্ণ যজুর্বেদের **তৈত্তিরীয়**,, **কঠ** ও **শ্বেতাশ্বতর**; এবং অথর্ববেদের **প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, অথর্ব শিরা** এবং **ব্রহ্ম** প্রসিদ্ধ। মুক্তিকা উপনিষদের মতে ঋগ্‌বেদের একুশ, যজুর্বেদের একশত নয়, সামবেদের সহস্র এবং অথর্ববেদের পঞ্চাশটি শাখা ছিল এবং প্রত্যেক শাখার একখানি করিয়া উপনিষৎও ছিল; সুতরাং উপনিষদের মোট সংখ্যা ছিল এগারশত আশী। উক্ত উপনিষদে নিম্নলিখিত ১০৮খানি উপনিষদের নাম দেওয়া হইয়াছে। * ঋগ্‌বেদীয় উপনিষদের দশ, সামবেদীয় উপনিষদের

* ঐতরেয়কৌষীতকীনাদবিন্দ্বাত্মপ্রবোধনির্বাণমুদ্‌গলাক্ষমালিকাত্রিপুরাসৌভাগ্যবহ্বৃ-চানাং ঋগ্‌বেদগতানাং ইত্যাদি (দশসংখ্যকা উপনিষদঃ)। ঈশাবাস্যবৃহদারণ্যক-জাবালহংসপরমহংসসুবালমন্ত্রিকানিরালম্বত্রিশিখাব্রাহ্মণমণ্ডলব্রাহ্মণাদ্বয়তারক-পৈঙ্গলভিক্ষু-তুরীয়াতীতাধ্যাত্মতারসারযাজ্ঞবল্ক্যশাট্যায়নীমুক্তিকানাং শুক্লযজুর্বেদগতানাং একোনবিংশতি সংখ্যকানামুপনিষদামিত্যাদি (একোনবিংশতিঃ উপনিষদঃ)। কঠবল্লীতৈত্তিরীয়কব্রহ্ম-কৈবল্যশ্বেতাশ্বতরগর্ভনারায়ণামৃতবিন্দ্বমৃতনাদকালাগ্নি-রুদ্রক্ষুরিকাসর্বসারশুকরহস্যতেজো-বিন্দুধ্যানবিন্দুব্রহ্ম-বিদ্যাযোগতত্ত্বদক্ষিণামূর্ত্তিস্কন্দশারীরকযোগশিখৈকাক্ষরাক্ষ্যবধূতকঠরুদ্র-হৃদয়যোগকুণ্ডলিনী-পঞ্চব্রহ্ম-প্রাণাগ্নিহোত্রবরাহকালসংতরণ-সরস্বতীরহস্যানাং কৃষ্ণযজুর্বেদ-গতানাং দ্বাত্রিংশৎ উপনিষদাম্ ইত্যাদি (দ্বাত্রিংশৎ উপনিষদঃ)। কেনছান্দোগ্যারুণি-মৈত্রায়ণী-মৈত্রেয়ীবজ্রসূচিকাযোগচূড়ামণি-বাসুদেবমহৎসংন্যাসাব্যক্তকুণ্ডিকাসাবিত্রীরুদ্রাক্ষ-জাবালদর্শনজাবালীনাং সামবেদগতানাং ষোড়শসংখ্যাকানাম্ উপনিষদাম্ ইত্যাদি (ষোড়শ উপদিষদঃ)। প্রশ্নমুণ্ডকমাণ্ডূক্যাথর্বশিরোঽথর্বশিখাবৃহজ্জাবালনৃসিংহতাপনী-নারদপরিব্রাজক-সীতাশরভমহানারায়ণরামরহস্য-রামশাণ্ডিল্যপরমহংস-পরিব্রাজকান্নপূর্ণা-সূর্য্যাত্মপাশুপতপরব্রহ্মত্রিপুরাতপনদেবীভাবনাব্রহ্মজাবালগণপতিমহাবাক্যগোপালতপন-কৃষ্ণহয়গ্রীবদত্তাত্রেয়গারুড়ানামথর্ববেদগতানাং একত্রিংশৎ সংখ্যাকানাম্ উপনিষদাম্ ইত্যাদি (একত্রিংশৎ উপনিষদঃ)।

ষোল, যজুর্বেদীয় উপনিষদের একান্ন (শুক্ল ১৯ ও কৃষ্ণ ৩২) এবং অথর্ববেদীয় উপনিষদের একত্রিশ,—এই অষ্টোত্তরশত। ইহা ব্যতীত ও আর অনেক উপনিষদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে উপনিষৎগুলি তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয়, ঈশ, বৃহদারণ্যক, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যপ্রভৃতি উপনিষদে জীবের মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা রহিয়াছে; অতএব এই সকল উপনিষৎকে পারমার্থিক উপনিষৎ বলা যাইতে পারে। গর্ভ, আর্ষিক, জাবাল, কঠশ্রুতি, আরুণিক, সংন্যাস প্রভৃতি উপনিষদে প্রধানভাবে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং এই শ্রেণীর উপনিষৎগুলিকে মুমুক্ষূপজীব্য উপনিষৎ বলা যায়। নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, রাম, দেবীপ্রভৃতি উপনিষৎ সাম্প্রদায়িক ভাবের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ নামে অখ্যাত হইতে পারে।

বৈদিকাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে উপনিষৎগুলি বৈদিক, আর্ষ্য, কাব্য ও কৃত্রিমভেদে চারি প্রকার। ঈশ, কেন, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকী, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি যে সকল উপনিষদে বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্ব উপনিবদ্ধ আছে, তাহারা বৈদিক উপনিষৎ। মাণ্ডুকেয় প্রভৃতি যে সকল উপনিষদে সংহিতার মন্ত্র প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে আর্ষ উপনিষৎ কহে। নারায়ণ, নৃসিংহ, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি যে সকল উপনিষদে সাম্প্রদায়িক দেবতা বিশেষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কাব্যোপনিষৎ বলে। কতকগুলি আধুনিক সম্প্রদায় স্বীয় মতের পরিপোষক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ না পাইয়া, উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে সকল উপনিষৎ রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে কৃত্রিম উপনিষৎ বলে। গোপালতাপনী, নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি উপনিষৎ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত অনেকে জীবিকার নিমিত্ত অর্থের অভিপ্রায়ে উপনিষৎ নাম দিয়া কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর উপনিষৎকে জীবিকোপনিষৎ নাম দেওয়া যাইতে পারে। আল্লোপনিষৎ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

উপনিষদের গভীর ও সরস উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, সাধারণ লোকের মধ্যে উহার প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকে বিভিন্ন ভাষায় ইহাদের

অনুবাদ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ভ্রাতা কতিপয় উপনিষদের ফার্সি অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মধ্যে ভট্ট ম্যেক্ষমূলার, ডসেন, বার্ণেট, কাউএল, রোয়ার প্রভৃতির নাম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ইহারা যে শুধু অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই নহে, কিন্তু এতৎসম্পর্কে প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াও এই সকল গ্রন্থকে জনসমাজে হৃদয়গ্রাহী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদের ভাবগাম্ভীর্য্যে মোহিত হইয়া জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শোপেনহর বলিয়াছেন—"এরূপ আত্মোৎকর্ষ বিধায়ক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই; ইহা আমাকে জীবনে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুতেও শান্তি দিবে।" বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথমে রাজা রামমোহন রায়, উপনিষৎ প্রচারের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় উহার তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল চেষ্টার ফলেই আধুনিক শিক্ষিত নরনারীর হৃদয়ে উপনিষৎপ্রীতি জাগ্রৎ হইয়াছে। সরল ভাষায় উপনিষদের প্রচার হইলে, দেশের নরনারীর উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এবং শঙ্করের মতবাদ প্রচারের সহায়ক হইবে মনে করিয়া **বঙ্গীয় শঙ্করসভা** এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। আশাকরি জনসাধারণের সহানুভূতি পাইতে এ সভা বঞ্চিত হইবে না।

বিনত নিবেদক—

শ্রীমাধবদাস দেবশর্ম্মা সাংখ্যতীর্থ

সম্পাদক—বঙ্গীয় শঙ্করসভা।

ঈশোপনিষৎ

——০ঃ*ঃ০——

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপনিষৎ ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ*। কিন্তু কতকগুলি উপনিষৎ সংহিতার ও অংশবিশেষ। আমাদের আলোচ্য ঈশাবাস্যোপনিষৎ বাজসনেয়িসংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায়†। বাজসনেয়িসংহিতার অন্য একটি নাম শুক্লযজুর্বেদ। বাজসনেয়ি-সংহিতার অন্তর্ভূত বলিয়া ঈশোপনিষদের অন্য আর এক নাম বজেসনেয় উপনিষৎ। এই উপনিষৎ খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উপনিষদের সারশিক্ষা ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কার্য্যকারণতত্ত্ব জানা আবশ্যক। এই জন্য উপনিষদে নানা ভঙ্গিতে এই কায্যকারণতত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে। এই কার্য্যকারণতত্ত্বের বিশ্লেষণই দর্শনের ভিত্তি ভূমি। সেই জন্য উপনিষৎ গুলিও প্রকৃতপ্রস্তাবে দর্শনশাস্ত্র। কার্য্যকারণতত্ত্বের জ্ঞান হইলেই, আমরা জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের পবস্পর সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। ঈশ উপনিষদেও এই সম্বন্ধ অতি সংক্ষেপে অথচ অতি পরিস্ফুট ভাবে বিবৃত হইয়াছে†।

* ঐতরেয় আরণ্যকের ২য় ও ৩য় খণ্ড এবং ৫ম খণ্ডের শেষ চারি অধ্যায় লইয়া ঐতরেয় উপনিষৎ গঠিত। কৌষীতকী আরণ্যকের শেষ অধ্যায় কৌষীতকী ব্রাহ্মণো-পনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দশটী অধ্যায় আছে। ইহার শেষ অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়া খ্যাত। জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণে নয়টী অধ্যায় আছে। ইহার শেষ অধ্যায় কেন উপনিষৎ নামে পরিচিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম অধ্যায় শিক্ষাবল্লী বা সংহিতোপনিষৎ। উহার অষ্টম ও নবম অধ্যায়কে ক্রমে আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী বলা হয়। ইহার দশম অধ্যায় নারায়ণীয় বা যাজ্ঞিকী উপনিষৎ। মৈত্রায়ণী সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় মৈত্রী উপনিষৎ। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ কাণ্ডের ছয় অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† বাজসনেয়ি সংহিতার ষোড়শ অধ্যায় শতরুদ্রীয় উপনিষৎ। উহার চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়ের প্রারম্ভ শিবসংকল্প উপনিষৎ।

ঈশাবাস্যের উপদেশ প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম হইতে তৃতীয় মন্ত্রে আত্মবিদের আত্মরক্ষার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। মুমুক্ষু এষণাত্রয়ের* সংন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞানার্জ্জনে একনিষ্ঠ হইবেন এবং ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য সত্তা তাহার নিকট অন্তর্হিত হইবে; চতুর্থ হইতে অষ্টম মন্ত্রে মুমুক্ষু-ব্যবহার ও আত্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। নবম হইতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অবিদ্বানের নিন্দা, বিদ্যাকর্ম্ম-সমুচ্চয়ের অবান্তর ফলভেদ, বিদ্যাবিদ্যোপসনার সমুচ্চয়ের কারণ এবং সংভূতি ও অসংভূতি উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ মন্ত্রে সাধক ও সাধ্যের একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং অন্তকালের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে† ।

সংন্যাসস্তুতিঃ

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১

সান্বয়ানুবাদ ঃ—যৎ (যাহা) কিঞ্চ (কিছু) জগত্যাং (জগতে) জগৎ (গমনশীল) ইদং (দৃশ্যমান সেই) সর্বং (সকল) ঈশা (ঈশ্বর-কর্ত্তৃক) বাস্যম্ (আচ্ছাদন করিতে হইবে)। তেন (অতএব) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ এষণাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া) ভুঞ্জীথাঃ (আত্মাকে পালন করিতে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে)। মাগৃধঃ (ধনবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা করিও না) [যেহেতু]

* পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা।

† এখানে পাঠান্তর এবং শ্লোকের পৌর্ব্বাপর্য্যের কিছু ব্যত্যয় আছে। এখানকার নবম মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদের ৪০ অধ্যায়ের দ্বাদশ মন্ত্র; দশম মন্ত্রটী ত্রয়োদশ এবং একাদশ মন্ত্রটী চতুর্দ্দশ মন্ত্র। আবার ঈশোপনিষৎ এর দ্বাদশ মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্বেদের নবম মন্ত্র, ত্রয়োদশ মন্ত্রটী দশম এবং চতুর্দ্দশ মন্ত্রটী একাদশ মন্ত্র। এখানকার অষ্টাদশ মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদের ৪০ অধ্যায়ের ষোড়শ মন্ত্র। যজুর্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের পঞ্চদশ ও সপ্তদশ মন্ত্রের সহিত এই উপনিষদের মন্ত্রের কিছু প্রভেদ ও দৃষ্ট হয় (মূলে প্রদর্শিত হইবে)। এই উপনিষদের ষোড়শসংখ্যক মন্ত্রটি যজুর্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কস্যস্বিৎ ধনম্ (ধন কাহার?) [যাহার তুমি আকাঙ্ক্ষা করিবে অর্থাৎ আত্মাব্যতীত পদার্থ বর্ত্তমান না থাকায়, ধনাকাঙ্ক্ষা মিথ্যা]। ১

শ্লোকার্থ ঃ——এই জগতের সমস্ত পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর এবং ইহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহারা ঈশের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইহাদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে। ত্যাগের দ্বারা ভোগই ব্রহ্মস্বরূপাবধারণের একমাত্র উপায়। সুতরাং সংসারের কিছুতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবে না। ব্রহ্মই প্রপঞ্চের প্রকাশও বৈচিত্রের কারণ এবং প্রপঞ্চ বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা অনুভব করিতে হইবে। তাহা হইলে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যাইবে ॥ ১ ॥

শব্দার্থ ঃ—(১) ঈশা—ঈশ ধাতুর অর্থ প্রভুত্ব করা। যিনি প্রভুত্ব করেন, তিনি ঈট্, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রথম কল্পিত বিকার। এখানে ঈশ-শব্দ ঈশ্বর বাচ্য নহে।

(২) বাস্যম্—বস্ ধাতু ণ্যৎ করিয়া বাস্য এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বস্ ধাতুর অর্থ বাস করা বা আচ্ছাদন করা। সুতরাং বাস্য শব্দের অর্থ নিবাসযোগ্য বা আচ্ছাদনীয়। আচার্য্য শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে 'আচ্ছাদনীয়' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করানন্দ 'দীপিকাতে' এবং রামচন্দ্র 'রহস্য বিবৃতিতে' উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকৃত ঈশাবাস্য রহস্যে ও উভয়ার্থই গৃহীত হইয়াছে। পরমার্থস্বরূপদ্বারা অনাত্মস্বরূপ তিরস্কৃত হওয়া 'বাস্যম্' এই শব্দের অর্থ।*

---

* শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তৎসম্পাদিত ঈশ উপনিষদে বাস্য শব্দের তিনটী অর্থ প্রদান করিয়াছেন—(1) to be clothed (আচ্ছাদিত হওয়া), (2) to be worn as a garment (আচ্ছাদনরূপে পরিহিত), এবং (3) to be inhabited (বসতি প্রাপ্তহওয়া)। তিনি শঙ্করের আচ্ছাদনীয় অর্থ সরস মনে করেন না, অধিকন্তু এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য অর্থের বিরোধী বলিয়া মনে করেন। উপনিষদের অর্থের অনুকূল বলিয়া তিনি পরবর্ত্তী অর্থদ্বয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এরূপ মন্তব্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয় অর্থই একার্থে পর্য্যবসিত হয়। উৎসুক পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"There are three possible senses of *Vasyam*, "to be clothed", "to be worn as a garment", and "to be inhabited." The first is the ordinarily accepted meaning. Shankara explainls it in

(৩) **ইদম্**—এই শব্দ সাধারণতঃ প্রপঞ্চের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে *।

(৪) **জগৎ**—গমনশীল, ক্ষণভঙ্গুর।

(৫) **কস্যস্বিদ্ধনম্** ইত্যাদি—আচার্য্য শঙ্কর মাগৃধঃ ইত্যাদি পাঠের দুই ভাবে অন্বয় করিয়াছেন। (১) কস্যস্বিৎ (নিরর্থক অব্যয়) ধনং মা গৃধঃ (নিজের বা পরের কাহারও ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না) (২) মাগৃধঃ (তৃষ্ণাবর্জন কর) কস্যস্বিৎ (প্রশ্নে) ধনম্ (ধন কাহার যে আকাঙ্ক্ষা করিবে?)। অর্থাৎ আত্মাই যখন সকল, তখন ধনাকাঙ্ক্ষা মিথ্যা।

১। **শঙ্করভাষ্যম্**—ঈশাবাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মস্ববিনিযুক্তা স্তেষামকর্ম্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসর্বগতত্বাদি বক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেতেতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। নহ্যেবং লক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্য্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং কর্ত্তৃভোক্তৃরূপং বা যেন কর্ম্মশেষতা স্যাৎ। সর্বাসামুপনিষদামাত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ। গীতানাং মোক্ষধর্ম্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চাশুদ্ধত্বপাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধং কর্ম্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্ম্মফলেনার্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চসাদিনাদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকারপ্রযোজকধর্ম্মবানিত্যাত্মানং মন্যতে সোঽধিক্রিয়তে কর্ম্মস্বিতি হ্যধিকারবিদো বদন্তি। তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ

---

this significance, that we must lose the sense of this unreal objective universe in the sole perception of the pure Brahman. So explained the first line becomes a contradiction of the whole thought of the Upanishad which teaches the reconciliation, by the perception of essential unity of the apparently incompatible opposites, God and the world, Renunciation and Enjoyment...etc. The image is of the world either as a garment or as a dwelling place for the informing and governing spirit. The latter significance agrees better with the thought of the Upanishad.

* "ইদমস্তু সন্নিকর্ষঃ সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকর্ষঃ তদিতিপরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥"

শোকমোহাদিসংসারধর্মবিচ্ছিত্তিসাধনমাত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেবমুক্তাধিকার্য্যভিধেয়সংবন্ধপ্রয়োজনান্মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ঈশাবাস্যমিত্যাদি—ঈশা ঈষ্ট ইতীট্ তেনেশা। ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বস্য। স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তুনামাত্মা সন্ প্রত্যগাত্মতয়া তেন স্বেন রূপেণাত্মনেশা বাস্যমাচ্ছদনীয়ম্; কিম্? ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং পৃথিব্যাং জগন্যৎসর্বং স্বেনাত্মনেশেন প্রত্যগাত্মতয়াঽহমেবেদং সর্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। যথা চন্দনাগর্বাদেরুদকাদিসংবন্ধজক্লেদাদিজমৌপাধিকং দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপনির্ঘর্ষণেনাচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগদ্দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং জগত্যামিত্যুপলক্ষণত্বাৎ সর্বমেব নামরূপকর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ। এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সংন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তে মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বাত্মসংবন্ধিতায়া অভাবাদাত্মানং পালয়ত্যতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মাগৃধঃ, গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষীর্ধনবিষয়াম্। কস্যস্বিদ্ধনং কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মাকাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অথবা মাগৃধঃ। কস্মাৎ? কস্যস্বিদ্ধনমিত্যাক্ষেপার্থো ন কস্যস্বিদ্ধনমস্তি যদ্গৃধ্যেত। আত্মৈবেদং সর্বমিতীশ্বরভাবনয়া সর্বং ত্যক্তমত আত্মন এবেদং সর্বমাত্মৈব চ সর্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ। ১

তাৎপর্য্যঃ—এই মন্ত্র ভেদবুদ্ধি নিবারণ করিয়া সংসারের উচ্ছেদসাধন পূর্বক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছে।

শাস্ত্রমাত্রেরই অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই অনুবন্ধ চতুষ্টয় থাকা প্রয়োজন। এখানে দুঃখের বীজভূত স্বীয় অজ্ঞান নিবারণেচ্ছু অধিকারী; স্বস্বরূপকথন বিষয়; আত্মযাথাতথ্য ও তদ্বাচক শব্দসমূহের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাবরূপ সম্বন্ধ এবং স্বগত অজ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা স্বস্বরূপানুভূতি প্রয়োজন।

সর্ব্বজ্ঞ, বিভু, পরমেশ্বর, পরমাত্মা সমুদয় ভূতজাতের আত্মস্বরূপ বলিয়া তাহাদের প্রভু এবং তাহাদের সকলের আচ্ছাদক (ব্যাপক):

অথবা তিনি সমুদয় ভূতের উৎপাদক, স্থাপক ও নিয়ামক। অপিচ এই পৃথিবীর যাহা কিছু চলস্বভাব বা স্থিরস্বভাব, সেই মিথ্যাস্বরূপ সমুদয়ই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদিত। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যেমন জলের ক্লেদাদি নিমিত্তক দুর্গন্ধ স্বীয় সুগন্ধের দ্বারা অভিভূত করে; সেইরূপ আত্মাতে অধ্যস্ত এই বিষয়সমূহ পরমার্থ-ভাবনা দ্বারা তিরোহিত হয়। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই আত্মা রক্ষিত হয়, অতএব যাহাতে শরীর ধারণের উপযোগী কৌপীন, কম্বল প্রভৃতি ব্যতীত অন্য পদার্থ সংগ্রহে আগ্রহ না জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। এষণাত্রয় * পরিশূন্য মুমুক্ষুর স্বীয় বা পরকীয় ধন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা অনুচিত। অথবা এই বিকারাত্মক ধন কাহারও নহে সুতরাং তৎপ্রতি লুব্ধ হওয়া অসঙ্গত। এই প্রপঞ্চের সত্তা ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মিথ্যা ধন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে।" সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" প্রভৃতি গীতোক্ত তথ্য ও † এই মন্ত্রের পরিপোষক। আত্মা দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য ইহাই প্রথম মন্ত্রের সারার্থ।

* পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা।

† "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাচোক্তং গীতায়াম্—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতঃ যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥" ৬।২৯—৩১
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। ৭।১০
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ৮।২২
যথাকাশস্থিতো নিত্যঃ বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯।৬
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। ১০
অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বাভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০।২০

অনাত্মজ্ঞস্য কর্ত্তব্যম্

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

সান্বয়ানুবাদ ঃ—ইহ (এই সংসারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্বন্ এব (করিয়াই) শতং সমাঃ (শতবর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে)। এবং (এই প্রকারে বর্ত্তমান) নরে (মনুষ্যমাত্র অভিমান-কারী) ত্বয়ি (তোমাতে) কর্ম্ম (কাজ) ন লিপ্যতে (অনুসক্ত হয় না)। [অর্থাৎ এরূপ তুমি কর্ম্মের দ্বারা লেপ প্রাপ্ত হইবে না] ॥২॥

শ্লোকার্থ ঃ—মানুষ মাত্রেই বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং পূর্ণায়ু অর্থাৎ শতবৎসর পরমায়ু লাভ করিতেও ইচ্ছা করে। জীবিত কালের মধ্যে মানুষ কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্ত ও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই মন্ত্রে তাহাকে কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে, তাহার চিত্তবৃত্তি নির্মল হইবে এবং মন নিবৃত্তির দিকে অভিমুখ হইবে।

শব্দার্থ ঃ—(১) **কর্ম্মাণি**—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম(শ)

(২) **শতং সমাঃ**—শত সংবৎসর। মানুষের আয়ুকাল। বেদে মানুষের আয়ু শতবৎসর বলিয়া কথিত হইয়াছে *।

(৩) **জিজীবিষেৎ**—বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। এখানে পুরুষ ব্যত্যয় হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের স্থানে প্রথম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ৪২
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৩
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ। ১৫।
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ অহং বীজপ্রদঃ পিতা। ১৪।৪
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৫।১২-১৩

* শতায়ু র্বৈ পুরুষঃ।

(৪) **লিপ্যতে**—লেপযুক্ত হওয়া অর্থাৎ মলিন করা।

২। **শঙ্করভাষ্যম্**—এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সংন্যাসেনাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠতয়াত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্যানাত্মজ্ঞতয়াত্ম-গ্রহণায়াশক্তস্যেদমুপদিশতি মন্ত্রঃ কুর্বন্নেবেতি কুর্বন্নেবেহ নির্বর্ত্তয়ন্নেব কর্ম্মাণ্য-গ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেজ্জীবিতুমিচ্ছেচ্ছতং শতসংখ্যাকাঃ সমাঃ সংবৎস-রান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম। তথাচ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জি-জীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি তৎ কুর্বন্নেব কর্ম্মাণীত্যেতদ্ বিধীয়তে। এবমেবং প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনীত এতস্মাদগ্নিহো-ত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যেন প্রকারেণাশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কুর্বন্নেব জিজীবিষেৎ। কথং পুনরিদমবগম্যতে? পূর্বেণ মন্ত্রেণ সংন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেত্যুচ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মণোর্বিরোধং পর্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিম্? ইহাপ্যুক্তং যো হি জিজীবিষেৎ স কর্ম্ম কুর্বন্। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য-স্বিদ্ধনমিতি চ। ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্বীতারণ্যমিয়াদিতি চ পদম্। ততো ন পুনরিয়াদিতি সংন্যাসশাসনাৎ। উভয়োঃ ফলভেদং চ বক্ষ্যতি। ইমৌ দ্বাবেব পন্থানৌ অনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সংন্যাসশ্চোত্তরেণ নিবৃত্তিমার্গেণৈষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ। তয়োঃ সংন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি। ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি চ তৈত্তিরীয়কে। দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ। ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্যেণ ভগবতা। বিভাগং চানয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২

তাৎপর্য্যঃ—পরমাত্মবিদ্ পুত্রাদি এষণাত্রয় সংন্যাস করিয়া আত্মাকে রক্ষা করিবেন ইহা পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। অনাত্মবিৎ আত্মতত্ত্ব গ্রহণে অশক্ত বলিয়া এই মন্ত্রে তাহার কর্ত্তব্য নির্ণীত হইতেছে। পূর্ব্বমন্ত্রে সংন্যাসীর জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। এখন সংন্যাসে অশক্ত ব্যক্তির জন্য কর্ম্মনিষ্ঠা বলা হইতেছে।

বেদে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুইটী পন্থা কথিত হইয়াছে। প্রবৃত্তি লক্ষণ ক্রিয়ামার্গের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, শরীর ব্রহ্মাবাপ্তির

যোগ্য হয়, এবং নিবৃত্তি লক্ষণ সংন্যাসের দ্বারা এষণাত্রয়ের ত্যাগ করা হয়। এই উভয় পন্থার মধ্যে সন্ন্যাস পথই শ্রেষ্ঠতর।

যাহাদের ধনে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাদেরই কর্ম্মে অধিকার, আর যাহাদের ধনাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকিতে পারেনা। সুতরাং বাঁচিবার ইচ্ছাও কর্ম্মাধিকারীই হয় জ্ঞানাধিকারীর নহে। কর্ম্মের দ্বারা হিরণ্যগর্ভাদি পদপ্রাপ্তি হয়। মানুষ আজীবন মুক্তিহেতুক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এরূপ আচরণের দ্বারা তিনি মুক্তি পাইতে পারিবেন। স্বর্গপ্রাপ্তির নানাপ্রকার উপায় আছে সত্য, কিন্তু মুক্তির একটি ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই। কর্ম্ম সংসার উৎপাদন করে বটে, কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, মানুষকে গতায়াত করিতে হয় না। কারণ মুক্তিদান করিতেই তাহার সমুদয় শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা ও বিনাশরহিত যজ্ঞের দ্বারা মুমুক্ষু পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করেন*। মোটের উপর কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, মানুষ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। ভগবতী গীতাও এই দ্বিবিধ পন্থার কথা বলিয়াছেন—"লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ! জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" শুদ্ধান্তঃকরণে স্বয়ং আত্মা প্রতিফলিত হয়; ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য †।

অবিদ্বন্নিন্দা

অসুর্য্যা নামস্তে‡ তে লোকা অন্ধেন তমসাঽঽবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি§ যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

সান্বয়ানুবাদ :—অসুর্য্যা (ভোগলম্পট দেবাদির স্বভূত) তে লোকাঃ (প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি স্থান বা স্থাবরান্ত জন্ম) অন্ধেন তমসা (গাঢ় অজ্ঞানরূপ

---

* তমেতং বেদানুবচনেন বিবিদিষা ব্রহ্মচর্য্যেণ, তপসা, শ্রদ্ধয়া, যজ্ঞেনানাশকেন।

† মনে রাখিতে হইবে ১ ও ২ মন্ত্র ঈশোপনিষদের ভিত্তিভূমি, বাকী অংশ প্রপঞ্চমাত্র।

‡ অসূর্য্যা ইতি পাঠান্তরম্।

§ অপি গচ্ছন্তি ইতি পাঠান্তরম্।

অন্ধকারের দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত)। যে কে (কোনও) আত্মহনো জনাঃ (আত্মঘাতী লোক অর্থাৎ অবিদ্বান্ যাহারা) তে (তাহারা) প্রেত্য (প্রাপ্ত শরীর পরিত্যাগ করিয়া) তান্ (ঐ সকল স্থান বা জন্মকে) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥৩॥

শ্লোকার্থঃ—যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত স্বীয়স্বরূপ বুঝিতে পারে না, তাহারাই আত্মঘাতী। আত্মঘাতী প্রারব্ধ শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মানুযায়ী নিবিড় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ভোগসাধন লোক বা জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শব্দার্থঃ—(১, **অসূর্য্যা নাম**—আচার্য্য শঙ্করের মতে অদ্বয় পরমাত্মার অপেক্ষায় দেবাদিও অসুর বলিয়া তাহাদের স্বভূত লোকের নাম অসূর্য্যঅ র্থাৎ অসুর সম্বন্ধীয়। উবটাচার্য্যও স্বভাষ্যে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কৃত ঈশাবাস্য রহস্যে ও রামচন্দ্র কৃত তাহার বিবৃতিতে পূর্বোক্ত অর্থ ই গৃহীত হইয়াছে। অপিচ রামচন্দ্র অসুর শব্দের নিম্নলিখিত ব্যুৎপত্তিও প্রদান করিয়াছেন—"অসুষু প্রাণেষু মন্তের ইত্যসুরাঃ প্রাণপোষকাঃ জ্ঞানহীনাঃ কেবলপ্রাণপোষিণঃ দেবা অপ্যসুরাঃ। শঙ্করের মতে নাম শব্দ নিরর্থক।

অনেকে অসূর্য্যা দীর্ঘ উকারান্ত পাঠ করিয়া "সূর্য্যবিহীন" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ও এই অর্থের ই পক্ষপাতী। এখানেও তিনি শঙ্করের প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু অজ্ঞানের নিন্দার প্রক্রমে অসুর্য্যের আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করা যাইতে পারেনা, সুতরাং অসুর্য্য লোককে বিবেক বিরহিত শরীরই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা উপনিষদের অর্থের প্রতিকূল হইতে পারে না। উৎসুক পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থের নিমিত্ত ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"We have two readings, Asurya *sunless* and Asurya, *Titanic* or *undivine.* The third verse is, in the thought structure of the Upanishad, the starting point for the final movement in the last four verses. Its suggestions are there taken up and worked out. The prayer to the Sun refers back in thought to the sunless

worlds and their blind gloom, which are recalled in the ninth and twelfth verses. The sun and his rays are intimately connected in other Upanishads also with the worlds of light and their natural opposite is to the dark and sunless, not the Titanic worlds."

2. **লোকাঃ**—কর্ম্মফল যেখানে ভোগ করা হয় তাহা লোক বা জন্ম *। কর্ম্মফলরূপ শ্বসূকরাদিদেহবিশেষ।

3. **অভিগচ্ছন্তি**—কর্ম্মবশে চালিত হইয়া থাকে। অতএব আচার্য্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্।" "অপি গচ্ছন্তি পাঠে তু জ্ঞানাভাবেন চান্যথা'—ব্রহ্মানন্দ।

4. **যে কে**—দেবনরাদি অবিশেষে।

5. **আত্মহনঃ**—যাহারা আত্মাকে হনন করে অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। এখানে হন ধাতুর অর্থ তিরস্কার অর্থাৎ প্রচ্ছাদন করা। কর্ম্মফলে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার পায়না বলিয়া ইহারা স্বস্বরূপে অনভিজ্ঞ থাকে, সুতরাং নিত্যনিরঞ্জন আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতি মনে করিয়া আত্মঘাতী পদবাচ্য হয়।

৩। **শঙ্করভাষ্যম্**—অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসূর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাস্তেষাং চ স্বভূতা লোকা অসূর্য্যা নাম। নামশব্দোঽনর্থকনিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্ম-ফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেনাদর্শনাত্ম-কেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতাস্তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বেমং দেহম্ অভিগচ্ছন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ। কে তে জনা যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং ত আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্য-মানস্যাত্মনো যৎ কার্য্যং, ফলমজরামরত্বাদি সংবেদনলক্ষণং তদ্ধতস্যেব

* লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভোজ্যন্তে ইতি জন্মানি (শঙ্কর)। † ধনাভিলাষবতাং আত্মজ্ঞানশূন্যানাং যে শ্বসূকরাদিদেহরূপাস্তে লোকাঃ কর্ম্মফলরূপদেহ-বিশেষাঃ †। —শঙ্করানন্দ

তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে। ৩

৩। **তাৎপর্য্য**—অবিদ্বানের নিন্দার নিমিত্ত এই তৃতীয় মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে। যে যেরূপ বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ দেবতাদি জ্ঞানের অনুশীলন করে, সে সেইরূপ শরীরই ধারণ করিয়া থাকে।

যাহারা স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে তাহারা আত্মঘাতী। কাম্য কর্ম্মে রত এই আত্মঘাতী বা অবিদ্বান্‌গণ অকর্ত্তা ও স্বয়ংপ্রভ আত্মাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া নিজের স্বরূপের * অপলাপ করিয়া থাকে, সেই জন্য তাহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম অনুসারে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। স্বস্বরূপাপহারীর ন্যায় পাপী আর সংসারে নাই। এই আত্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত মানুষ যথাবিহিত স্বস্ববর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণের ফলে ভগবানের অনুগ্রহে তাহার চিত্ত রজস্তমমলশূন্য হয়; পরে পরমবৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। কর্ম্মবন্ধং বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ অনেকচিত্তবিভ্রান্তমোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

সেই আত্মতত্ত্ব কিরূপ? যাহার অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মানুষ হীন হইতে হীনতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে? এই আকাঙ্ক্ষায় শ্রুতি নিম্নলিখিত মন্ত্রের অবতারণা করিতেছেন—

আত্মনঃ স্বরূপম্

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ †।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪

সান্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্ম] অনেজৎ (গতিবিহীন) একম্ (অদ্বিতীয়) মনসঃ (মন হইতেও) জবীয়ঃ (বেগবান্) এনং (ইহাকে) দেবাঃ

* "অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

† অর্শৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(ইন্দ্রিয়গণ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হয় না) [বেগবত্ত্বহেতু] পূর্বং (মনের পূর্বেই) অর্ষৎ (ইনি গমন করিয়াছেন)। তৎ (সেই) তিষ্ঠৎ (গতিহীন ব্রহ্ম) ধাবতঃ (ধাবমান। **অন্যান্** (অন্যসমুদয় পদার্থকে) অত্যেতি (অতিক্রম করে) তস্মিন্ (সেই সৎস্বরূপে) মাতরিশ্বা (প্রাণরূপী সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্ম্মসমুদয়) দধাতি (ধারণ করেন) ।৫

শ্লোকার্থ—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব কখনও **স্বভাব** হইতে বিচ্যুত হয়না অর্থাৎ সর্বদা একরূপেই অবস্থান করে। **ইহার** গতি মনের গতি হইতেও অধিক ; বেগবান্ ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত **ইহার** পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, কারণ বেগবত্ত্ব প্রযুক্ত মনের পূর্বেই ইনি সর্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অচল স্বভাব ব্রহ্ম ধাবমান সমুদয় পদার্থকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় এবং স্পন্দনাত্মক প্রাণরূপী বায়ু ইহাকেই অবলম্বন করিয়া জীবের কর্ম্মসমুহ ধারণ করেন।

শব্দার্থ—(১) **অনেজৎ**—ন এজৎ অর্থাৎ যে কম্পিত হয় না। কম্পন শব্দের অর্থ স্বভাব হইতে প্রচ্যুতি অতএব তদ্বর্জ্জিত অর্থাৎ সর্বদা একরূপ। শঙ্করানন্দের মতে এই শব্দ বায়ু ও প্রাণের ব্যাবর্ত্তক। বাল্যাদি ও জাগ্রদাদির অভাবযুক্ত (রামচন্দ্র)। অভয়—অনন্তাচার্য্য।

(২) **দেবাঃ**—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় (শঙ্কর)। দেবাঃ—দেবতা (উবট)। ব্রহ্মাদ্যাঃ, দ্যোতমানাশ্চক্ষুরাদয়ঃ ইতি (অনন্তাচার্য্য)।

(৩) **অর্ষৎ**—প্রাপ্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। ঋষধাতুর অর্থ গমন করা। অর্শৎ এই পাঠে অর্থ 'অনাদিনিধন'। রিশ ধাতুর অর্থ হিংসা করা। ন+রিশৎ=অর্শৎ। ছন্দে ইকার লোপ হইয়া অর্শৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে (উবট)। শঙ্করানন্দ ধাতুর বহু অর্থ বলিয়া রিশ ধাতুই গমনার্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) **পূর্বম্**—প্রথমে (শঙ্কর)। অনাদি, জন্মরহিত (রামচন্দ্র) সর্বজগৎকারণম্—অনন্তাচার্য্য।

(৫) **অপঃ**—কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণীর স্পন্দনাদি কর্ম্ম। (শঙ্কর)। কর্ম্মাণি যজ্ঞদানহোমাদীনি (উবট)। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল—ব্রহ্মানন্দ। শরীরারম্ভের কারণ জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি (শঙ্করানন্দ)। প্রাণনাদি চেষ্টা

(রামচন্দ্র)। অগ্নি, আদিত্য ও পর্জন্যাদির জ্বলন, দহন প্রকাশ ও বর্ষণাদি (আনন্দভট্ট)। কার্য্যকারণজাত (অনন্তাচার্য্য)।

অপ্ শব্দের আর এক অর্থ জল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ইহার উপর লিখিয়াছেন—

"**Apas** as it is accentuated in the version of the white Yajurveda, can mean only, "water". If this accentuation is disregarded, we may take it as the singular Apas, work, action. Shankara however renders it by the plural, works. The difficulty only arises because the true Vedic sense of the word had been forgotten and it came to be taken as referring to the fourth of the five elemental states of matter, the liquid. Such a reference would be entirely irrelevant to centext. But the waters, otherwise called the seven streams or the seven fostering Cows are the Vedic symbol for the seven cosmic principles and their activities, three inferior, the physical, vital and mental, four superior, the divine truth, the divine Bliss, the divine will consciousness and divine being. On this conception also is founded the ancient idea of the seven worlds in each of which the seven principles are separately active by their various harmonies, This is obviously, the right significance of the word in the upanishad."

ঘোষ মহাশয় একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে শঙ্করের 'কর্ম্মাণি' এই বৈদিক অর্থেরই দ্যোতক। ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে (X. 129)

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্বমেদম্।
তুচ্ছেনাভূ অপিহিতং যদাসীৎ তপস স্তদ্‌মহিনা জায়তৈকম্॥"

ইহার পরেই হিরণ্যগর্ভের কামনার কথা বলা হইয়াছে। এবং এই কথাই মনু "আপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ" এই শ্লোকাং-

শের দ্বারা স্বীয় সংহিতাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভূরাদি সপ্ত লোক কর্ম্মফলেই সৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহারাও কর্ম্ম নামে অভিহিত। শঙ্করাচার্য্যের কর্ম্মাণি এই বহু বচন দেওয়ার ইহাই উদ্দেশ্য। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও এই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

Cf. "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতং সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ॥"

6। **মাতরিশ্বা**—মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকো যদাশ্রয়াণি কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্বস্য জগতঃ বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা। (শঙ্কর)। উবটাচার্য্য মাতরিশ্বাকে বায়ু অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—সর্বাণি কর্ম্মাণি যজ্ঞহোমাদীনি সমিষ্টযজুংষি (আহুতি প্রদানের মন্ত্র) বায়ৌ স্থাপ্যন্তে স্বাধাবাতেধা ইতি বায়ুপ্রতিষ্ঠত্বাভিধানাৎ। এই মাতরিশ্বা স্বধা (Matter) ও প্রয়তির (energy) মাঝখানে থাকিয়া প্রাণির কর্ম্মফল বিধারণ করিতেছেন, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—যদা সর্বাণি কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি যৎসূত্রসংজ্ঞকং সর্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা। ইনিই উপনিষদের হিরণ্যগর্ভ। এই কথাই অরবিন্দ ঘোষ মহোদয় নিম্নলিখিত রূপে বলিতেছেন।

"Matarisvan seems to mean 'he who extends himself in the mother or the container' whether that be the containing mother element, ether, or the material energy called earth in the Veda and spoken of there as the mother. It is a Vedic epithet of the god Vayu, who representing the divine principle in the life-energy, Prana, extends himself to matter and vivifies its forms. Here it signifies the divine power that presides in all forms of cosmic activity."

৪। **শঙ্করভাষ্যম্**—যস্মাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরতি তদ্বিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে তে নাত্মহনঃ। তৎকীদৃশমাত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যতে অনেজদিতি। অনেজৎ, নএজৎ। এজৃ কম্পনে। কম্পনং চলনং

স্বাবস্থাপ্রচ্যুতি স্তদ্বর্জিতত্বং সর্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ। তচ্চৈকং সর্বভূতেষু। মনসঃ সংকল্পাদিলক্ষণাজ্জবীয়ো জববত্তরম্। কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে ? ধ্রুবং নিশ্চলমিদং মনসো জবীয় ইতি চ। নৈষ দোষঃ। নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বে-নোপপত্তেঃ। তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতেঽনেজদেকমিতি মনসোঽন্তঃকরণস্য সংকল্পবিকল্পলক্ষণস্যোপাধেরনুবর্তনাদিহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদিদূরগমনং সংকল্পেন ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্ মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্মচৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতেঽতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। নৈনদ্দেবা দ্যোতনাদ্দেবাশ্চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণ্যেতৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাৎ। আভাসমাত্রমপি আত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ো ভবতি। যস্মাজ্জ-বনান্মনসোঽপি পূর্বমর্ষৎ পূর্বমেব গতম্। ব্যোমবদ্ব্যাপিত্বাৎ। সর্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্বসংসারধর্মবর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবি ক্রিয়মেব সদুপাধিকৃতা সর্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীবাবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসতে ইত্যেতদাহ—তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতোঽন্যানাত্ম-বিলক্ষণান্মনোবাগীন্দ্রিয়প্রভৃতীনত্যেত্যতীত্য গচ্ছতীব। ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি—তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়-মেব সদিত্যর্থঃ। তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে মাতরিশ্বা মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকো যদাশ্রয়াণি কার্যকরণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎসূত্রসংজ্ঞকং সর্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা। অপঃ কর্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টা-লক্ষণানি। অগ্ন্যাদিত্যপর্জন্যাদীনাং জ্বলনদহনপ্রকাশাভিবর্ষণাদি-লক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা। "ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবত ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সর্বা হি কার্যকারণাদিবিক্রিয়া নিত্য-চৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্বকারণভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ। ৪

৪। **তাৎপর্য্য**—আত্মজ্ঞানের অভাবহেতু অবিদ্বান্ পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে এবং আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বিদ্বান্গণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে—আত্মা কখনও নিজের স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, ইহা সর্ব্বদাই একরূপে অবস্থান করে (একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তীত্যাদিশ্রুতেঃ)। আবার এই

আত্মা সংকল্পাদিলক্ষণ মন হইতেও বেগবান্। আপাতঃ দৃষ্টিতে আত্মায় এই অনেজত্ব ও জবীয়স্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। নিরুপাধি ও উপাধি ভেদে ইহা উপপন্ন হইতে পারে। উপাধিশূন্য স্বরূপাবস্থিত আত্মা নিশ্চল। সংকল্পবলে দেহস্থ মন এক মুহূর্ত্তে অতি দূরবর্ত্তী ব্রহ্মাদি লোকে গমন করিয়া থাকে, এই জন্য মনের বেগবত্ত্ব লোক প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মলোকাদিতে দ্রুতগমনশীল মনের বেগবত্ত্ব লোক প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মলোকাদিতে দ্রুতগমনশীল মনের উপরই যেন আত্মচৈতন্যের অবভাস প্রথম প্রাপ্ত হইয়া গৃহীত হয়, এই জন্য আত্মাকে মন হইতেও বেগবান বলা হয়। আত্মার জবীয়স্ত্বের কথা বলা হইল বলিয়া আত্মা অশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এরূপ সন্দেহ আসিতে পারে; সেই জন্য বলা হইতেছে যে, চক্ষুরাদির প্রবৃত্তি মনোব্যাপার পূর্ব্বক হইয়া থাকে, আত্মা সেই মনেরও অবিষয়; সুতরাং চক্ষুরাদির যে অবিষয় সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। এখন কথা হইতে পারে যে, আত্মা মনের অবিষয় কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যেমন মনস্থ পরিমাণ মনের অত্যন্ত অব্যবহিত বলিয়া মনের বিষয় হইতে পারে না; সেইরূপ মন হইতে অত্যন্ত অব্যবহিত মনের ব্যাপক আত্মাও উহার বিষয় হইতে পারে না। মনেতে আত্মার আভাস সম্ভব, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার আভাস ও হয় না। যেহেতু বেগবত্ত্ব প্রযুক্ত ইহা মনেরও পূর্ব্বে চলিয়া যায়, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় ব্যাপী বলিয়া আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং পরিচ্ছিন্ন মন প্রভৃতি আত্মার পূর্ব্বে কোথাও পৌছিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব সংসার-ধর্ম্ম বর্জ্জিত, বিকাররহিত এই আত্মতত্ত্ব স্বীয় নিরুপাধিক রূপের দ্বারা যেন উপাধিকৃত সকল সংসারক্রিয়া অনুভব করিয়া থাকে, এই জন্য ইহা অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট প্রতিদেহে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, গমনশালী আত্মা আপনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে যেন অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এই বিষয়টী পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, অবিকৃত রূপে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই অন্তরিক্ষগত ক্রিয়াত্মক বায়ু প্রাণিগণের প্রাণধারণে সাহায্য করিতেছে। কার্য্যকারণ সমূহ ওতপ্রোতভাবে ইহাতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রুতি এই বায়ুকে সূত্রাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বায়ু আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

থাকিয়া অগ্নি, আদিত্যাদির দহন, প্রকাশ প্রভৃতি চেষ্টার বিভাগ করিতেছে। মোট কথা নিত্য চৈতন্য স্বরূপের সত্তা না থাকিলে কোন বৈকারিক ভাবই উৎপন্ন হইতে পারিত না। সুতরাং এই পরমাত্মা যাগহোমাদিরও পরম নিধান।

আত্মস্বরূপম্

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫

সান্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই ব্রহ্ম) এজতি (গমন করেন) তৎ (সেই ব্রহ্ম) ন এজতি (অচল) তৎ (সেই ব্রহ্ম) দূরে (ব্যবধানে) তদু (এবং তাহাই) অন্তিকে (নিকটে) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অস্য সর্বস্য (এই সমুদয় জগতের) অন্তঃ (মধ্যে) তদু (এবং তিনিই) অস্য সর্বস্য (এই দৃশ্য জগতের) বাহ্যতঃ (বাহিরে)।

শ্লোকার্থ—ব্রহ্ম ধ্রুব এবং শাশ্বত হইলেও অজ্ঞানীর নিকট চলস্বভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরের অন্তর বলিয়া জানেন, কিন্তু অজ্ঞানী তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। বিভু ও সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

শব্দার্থ-**এজতি**—চলে বা কম্পিত হয়। ণিচের অর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া কম্পিত করেন এ অর্থও ধরা হয়। অবশ্য ইহা অবিদ্বানের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

(২) **দূরে**—অবিদ্বান্ এর নিকট বুঝিতে হইবে। অবিদ্বান্ আত্মতত্ত্ব হইতে দূরে বলিয়া এই অবিদ্বান্‌গত দূরত্ব ব্রহ্মে উপচরিত হইয়াছে।

(৩) **অন্তঃ**—সূক্ষ্ম বলিয়া সমুদয় চরাচরের অন্তরে অবস্থিত।

(৪) **বাহ্যতঃ**—সপ্তম্যর্থে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে। বাহ্যে অর্থাৎ বাহিরে। সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তিনি চরাচরের বাহিরেও অবস্থিত।

৫। **শঙ্করভাষ্যম্**—ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তীতি পূর্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ—তদেজতীতি। তদাত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং তদেজতি চলতি

তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিংচ তদ্দূরে বর্ষকোটিশতৈরপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাদ্দূর ইব। তৎ উ অন্তিক ইতিচ্ছেদঃ। তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব কেবলং দূরেঽন্তিকে চ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্বস্য। য আত্মা সর্বান্তর ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্বস্য জগতো নামরূপক্রিয়াত্মকস্য তদু অপি সর্বস্যাস্য বাহ্যতো ব্যাপকত্বাদা-কাশবন্নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাদন্তঃ। প্রজ্ঞানঘন এবেতি চ শাসনান্নিরন্তরং চ। ৫

৫। **তাৎপর্য্য**—ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় দুরূহ ব্যাপার একবার বলিলে চিত্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়না, এইজন্য স্নেহপ্রবণ অনলস শ্রুতি দুষ্প্রাপ্য, অন্তর্যামি, ব্যাপক আত্মতত্ত্ব কিরূপে অনায়াসে গৃহীত হইতে পারে তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রকারান্তরে পূর্ব্ববর্ণিত মন্ত্রের তাৎপর্য্য পুনরায় এই মন্ত্রে প্রদান করিতেছেন।

আত্মতত্ত্ব নিশ্চল হইয়াও চলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অবিদ্বান্‌গণ কোটি কোটি বৎসরেও ইহার সন্ধান পায়না, এইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে আত্মা বহুদূরে অবস্থিত; আবার আত্মজ্ঞ বিদ্বানের নিকট ইহা অতিশয় নিকটে। অথবা সর্ব্বগত বলিয়া আত্মা একই সময়ে দূরে এবং নিকটে অবস্থিত। এই আত্মা প্রত্যক্ষ সমুদয় ভূতজাতের অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান। আবার এই আত্মাই আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া নামরূপ ও ক্রিয়াত্মক এই জগতের বাহিরেও বর্ত্তমান। অর্থাৎ নিরতিশয় সূক্ষ্মও বিভু বলিয়া আত্মা দৃশ্যমান জগতের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র বর্ত্তমান।

আত্মজ্ঞস্য ব্যবহারঃ

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে* ॥ ৬

সান্বয়ানুবাদ—যঃ (যিনি) সর্বাণি (সমুদয়) ভূতানি (ভূতজাতকে) আত্মনি (পরমাত্মাতে) অনুপশ্যতি (দর্শন করিয়া থাকেন) চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয়ভূতে) আত্মানং (পরমাত্মাকে দর্শন করেন) [তিনি] ততঃ (সেই দর্শন হেতু) ন বিজুগুপ্সতে (কাহাকেও ঘৃণা করেন না)।

শ্লোকার্থ—আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থেই লোকের ঘৃণার উদ্রেক হয়,

* বিচিকিৎসতি ইতি পাঠান্তরম্।

নিজের প্রতি কাহারও কখনও ঘৃণা উৎপন্ন হয় না। অভেদজ্ঞান সম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তির কেহ পর নয় বলিয়া তাহার ঘৃণাও থাকে না॥

শব্দার্থ—সর্বাণি ভূতানি—অব্যক্ত হইতে স্থাবরান্ত সমুদয় প্রকৃতি।

(২) **অনুপশ্যতি**—অব্যতিরিক্ত ভাবে দর্শন করেন। অনুশব্দের অর্থ কারণাত্মরূপে অনুগত (রামচন্দ্র)।

(৩) **ততঃ**—পঞ্চম্যর্থে তস্। সেই দর্শন অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মজ্ঞান হেতু।

Cf. আত্মানং সর্বভূতেষু সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

৬। **শঙ্করভাষ্যম্**—যস্তু। যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তান্যত্মন্যেবানুপশ্যত্যাত্মব্যতিরিক্তেন ন পশ্যতীত্যর্থঃ। সর্বভূতেষু চ তেষ্বেবাত্মানং তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানমাত্মত্বেন যথাস্য দেহস্য কার্যকারণসংঘাতস্যাত্মাহং সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিভূত শ্চেতয়িতা কেবলো নির্গুণোহনেনৈব স্বরূপেণাব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানামহমেবাত্মেতি সর্বভূতেষু চাত্মানং নির্বিশেষং যস্ত্বনুপশ্যতি স তত স্তস্মাদেব দর্শনাদ্ ন বিজুগুপ্সতে বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি। প্রাপ্তস্যৈবানুবানুবাদোঽয়ম্। সর্বা হি ঘৃণাত্মনোঽন্যদ্দুষ্টং পশ্যতো ভবত্যাত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং **পশ্য**তো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব। ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি। ৬

৬। **তাৎপর্য্য**—সম্প্রতি এই মন্ত্রে মুমুক্ষুর ব্যবহার কথিত হইতেছে—যে পরিব্রাজক মুমুক্ষু অব্যক্ত হইতে স্থাবরান্ত ভূতজাতকে নিজ হইতে ভিন্ন রূপে দর্শন করেনা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে কারণাত্মরূপে অনুগত দেখেন, তিনি ঐকাত্মজ্ঞানলাভহেতু সংশয় প্রাপ্ত হন না। দ্বৈতদর্শনকারীরই সংশয় বা উভয়কোটিকজ্ঞান জন্মিয়া থাকে; একাত্মদর্শনকারীর উহা হয় না। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও রহিয়াছে—যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন তদা বিচিকিৎসতি॥ ভেদ দর্শীরই ঘৃণা, দয়া বা জুগুপ্সা জন্মিয়া থাকে, অদ্বৈত আত্মতত্ত্বদর্শনকারীর এ সমুদায়ই চলিয়া যায়।

আত্মজ্ঞস্যপ্রকৃতিঃ

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭

সান্বয়ানুবাদ—যস্মিন্ (যে কালে বা অবস্থা বিশেষে) সর্বাণি (সমুদয়) ভূতানি (ভূতজাত) আত্মৈব (আত্মাই) অভূৎ (হয়) বিজানতঃ (তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন) একত্বমনুপশ্যতঃ (এবং একত্বানুভবকারী (পুরুষের) তত্র (সেই কালে বা সেই অবস্থাতে) কঃ মোহঃ (মোহ কি হইতে পারে ?) কঃ শোকঃ (এবং শোকই বা কি হইতে পারে ?) [অর্থাৎ শোক বা মোহ কিছুই থাকে না]।

শ্লোকার্থ—তত্ত্বজ্ঞের নিকট প্রপঞ্চ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এক-মাত্র ব্রহ্মই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। পুরুষের আত্মাতে যখন এই অনুভূতি হয়, তখন সেই অবস্থাতে মোহের কারণীভূত আবরণ এবং শোকের কারণীভূত বিক্ষেপ তিরোহিত হয় ; সুতরাং শোকও মোহ তাহাতে উপস্থিত হইতে পারে না।

শব্দার্থ—যস্মিন্—যে সময়ে বা যেরূপ আত্মাতে।

(২) **অভূৎ**—ছন্দে বর্ত্তমান অর্থে অতীত কালের প্রয়োগ হইয়াছে।

(৩) **বিজানতঃ**—বিশিষ্টজ্ঞান সম্পন্নের অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞের।

(৪) **কঃ মোহ কঃ শোকঃ**—ইহাদ্বারা মায়ার সহিত বর্ত্তমান সংসারের অত্যন্তোচ্ছেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম ও কর্ম্মবীজই সংসারের প্রতি কারণ। পরতত্ত্ব অবগত হইলে ইহারা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় এবং কারণের অভাবে কার্য্য অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি ও তিরোহিত হয়।

৭। **শঙ্করভাষ্যম্**—ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ—যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি। যস্মিন্ কালে যথোক্তাত্মনি বা তান্যেব ভূতাণি সর্বাণি পরমার্থতত্ত্ব-দর্শনাদাত্মৈবাভূদাত্মৈব সংবৃত্তঃ পরমার্থবস্তুবিজানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনি বা কো মোহঃ কঃ শোকঃ। শোকশ্চ মোহশ্চ কামকর্ম্ম-বীজমজানতো ভবতি নত্বাত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোকমোহয়োরবিদ্যাকার্য্যয়োরাক্ষেপেণাসং ভবপ্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্যাত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতি ॥ ৭

৭। **তাৎপর্য্য**—এই মন্ত্রে পূর্ব্বমন্ত্রের অর্থই ব্যাখ্যাত হইতেছে—যে কালে বা যে আত্মাতে পরমার্থতত্ত্বদর্শনহেতু সমুদয় ভূত অভিন্ন হইয়া যায় সেইকালে বা তাদৃশ আত্মায় পুত্রকলত্রাদিজনিত শোক বা মোহের বাধামাত্রও থাকিতে পারেনা। যাহারা কামকর্ম্মের বীজ জানেনা তাহাদেরই শোক এবং মোহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ গগনসদৃশ আত্ম তত্ত্বের উদয়ে উহারা সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যায়। অবিদ্যার কার্য্য শোক ও মোহ দূরীভূত হয় বলাতে দেখান হইল যে আত্মবিদের সংসার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হয়। তখন সে সোঽহমস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি বাক্যের অর্থ অনুভব করে।

আত্মলক্ষণম্

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

সান্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই ব্রহ্ম) পর্য্যগাৎ (সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন) শুক্রম্ (তিনি দীপ্ত) অকায়ম্ (শরীর বিরহিত) অব্রণম্ (অক্ষত) অস্নাবিরম্ (শিরাবর্জ্জিত) শুদ্ধম্ (অবিদ্যামলশূন্য) অপাপবিদ্ধম্ (এবং পাপসম্পর্কশূন্য)। কবিঃ (তিনি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা) মনীষী (সর্বজ্ঞ) পরিভূঃ (সর্বব্যাপী,) স্বয়ম্ভুঃ (আত্মভূঃ অর্থাৎ নিত্য) যাথাতথ্যতঃ (অনুরূপ কর্ম্মফল সাধনের দ্বারা) অর্থান্ (কর্ত্তব্য পদার্থ সমুদয়) শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (অনাদিকাল হইতে) ব্যদধাৎ (বিধান করিতেছেন অর্থাৎ বিভাগ করিতেছেন)।

শ্লোকার্থ—সেই পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, দীপ্ত ও তিনি স্থূলশরীর বর্জিত বলিয়া ব্যাধি ও বন্ধন রহিত এবং মলের সহিত সম্পর্ক শূন্য বলিয়া শুদ্ধ ও পাপলেশশূন্য। তিনি সর্বদ্রষ্টা, বুদ্ধির প্রেরক, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সনাতন। অনাদিকাল হইতে তিনি ক্রিয়ানুরূপ প্রজা ও প্রজাপতির কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন।

শব্দার্থ—(১) **পর্য্যগাৎ**—পরি অর্থাৎ সর্বত্র গমন করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বব্যাপী।

(২) **অকায়ম্**—অশরীর অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বর্জিত। ভোগ-শরীরবর্জিত—অনন্তাচার্য্য।

(৩) **অব্রণম্, অস্নাবিরম্**—ব্রণ ও শিরারহিত। এই বিশেষণ দ্বয়ের দ্বারা স্থূল শরীরের প্রতিষেধ হইতেছে (**শঙ্কর**)। স্নাবা শব্দের অর্থ শিরা সুতরাং অস্নাবির অর্থ শিরা বা বন্ধন রহিত।

(৪) **শুদ্ধম্**—অবিদ্যামলরহিত। এই বিশেষণ কারণশরীরের প্রতিষেধ করিতেছে (শঙ্কর)। অর্থাৎ আতিবাহিক শরীরং হইতেছে ; সুতরাং শরীরত্রয় রহিত।

(৫) **অপাপবিদ্ধম্**—ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বর্জিত।

(৬) **কবিঃ**—ক্রান্তদর্শী, সর্বদ্রষ্টা।

(৭) **মনীষী**—মনের প্রেরক অতএব সর্বজ্ঞ।

(৮) **পরিভূঃ**—সকলের পরি অর্থাৎ উপরি বর্ত্তমান।

(৯) **স্বয়ম্ভূঃ**—জন্মরহিত, নিত্য।

(১০) **যাথাতথ্যতঃ**—যথাতথাভাবঃ যাথাতথ্যম্ তস্মাৎ যথাভূত-কর্ম্মফলসাধনতঃ অর্থাৎ প্রাণীর কর্ম্মানুযায়ী ফলসাধনের দ্বারা।

(১১) **ব্যদধাৎ**—বিধান বা বিভাগ করিয়া থাকেন।

(১২) **সমাভ্যঃ**—সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ (শঙ্কর)। ঈশাবাস্যরহস্যে ইহা প্রজা ও প্রজাপতি অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য সকল টীকাকারই কালার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

৮। **শঙ্করভাষ্যম্**- যোঽয়মতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা স স্বেন রূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহায়ং মন্ত্রঃ—স পর্য্যগাৎ স যথোক্ত আত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাদগাদ্ গতবান্ আকাশবদ্ ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মদ্দীপ্তি-মানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরো লিঙ্গশরীরবর্জিত ইত্যর্থঃ অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমি-ত্যাভ্যাং স্থূলশরীরপ্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্মলমবিদ্যামলরহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপবর্জিতম্। শুক্র-মিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি স পর্য্যাগাদিত্যুপক্রম্য কবির্মনীষীত্যাদিনা পুংলিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী সর্বদৃক্ নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর

ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্বেষাং পর্য্যুপরি ভবতীতি পরিভুঃ স্বয়ংভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি যেষামুপরি ভবতি যশ্চোপরি ভবতি স সর্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ সর্বজ্ঞত্বাৎ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাদ্ যথাভূতকর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাৎ বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ।৮

৮। **তাৎপর্য্য**—এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আত্মস্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—পূর্ব্বকথিত আত্মা বিভু ও নিরঞ্জন, ক্ষত ও শিরাদি শূন্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররহিত এবং শুদ্ধ ও নিষ্পাপ। ইনি ক্রান্তদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সমস্তভূতজাত ইহাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে এবং ইনি নিত্য। দেহত্রয়বর্জ্জিত শান্ত আত্মাকে জানিয়া জীব সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর অনাদি অনন্তকাল হইতে প্রজাপতি ও প্রজার কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। এই নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ পুরুষের স্বরূপ অবগত হইলে জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। শঙ্কর প্রভৃতি টীকাকারগণ অকায়মব্রণম্ ইত্যাদি ক্লীব লিঙ্গ শব্দের বিভক্তির বিপরিণাম করিয়া 'স' ইহার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু উবটাচার্য্য ইহার যথাশ্রুত অর্থ করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্নে তাঁহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

"যিনি আত্মাকে আত্মরূপেই উপাসনা করিয়া থাকেন তিনি নির্ম্মল, বিজ্ঞানানন্দস্বভাব, অশরীরী, অক্ষত, স্নায়ুরহিত, রজস্তমঃপ্রভৃতি মলবর্জ্জিত এবং ক্লেশকর্ম্মাদি অবিদ্যা নির্মুক্ত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়া তিনি ক্রান্তদর্শী মেধাবী, সর্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হন বলিয়া নিত্য আত্মস্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবার ফলেই তাহার এই অবস্থা হইয়া থাকে।

অবিদ্বন্নিন্দা

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯

সান্বয়ানুবাদ—যে (যাহারা) অবিদ্যাং (বিদ্যাবিরোধী অগ্নিহো-

ত্রাদি) উপাসতে (অনুষ্ঠানে রত থাকে অর্থাৎ এই কর্ম্মকেই যাহারা চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে) [তাহারা] অন্ধং তমঃ (অদর্শনাত্মক অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করিয়া থাকে) যউ (যাহারা আবার) বিদ্যায়াং (কেবলমাত্র দেবতোপাসনে) রতাঃ (নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির পূর্বেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধু দেবতাজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করে) তে (তাহারা) ততঃ (পূর্বোক্ত শ্রেণী হইতে) ভূয় ইব তমঃ (আরও গভীরতর অন্ধকারে [প্রবেশ করে])।

শ্লোকার্থ—আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে **কর্ম্ম** ও জ্ঞান, এই উভয়ের অনুষ্ঠানই প্রয়োজনীয়। শুধু কর্ম্ম বা শুধু **জ্ঞানকে** উদ্দেশ্য প্রাপ্তির চরম সাধন বলিয়া মনে করা নিতান্ত ভুল। জ্ঞানের উৎপাদনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। রজস্তমমলোপহতচিত্তে কখনও জ্ঞানের প্রতিফলন হয় না; সেই জন্য প্রথমে কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে, তৎপর বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া জ্ঞানোপাসনায় রত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উদ্দেশ্যেই অবতারিত হইয়াছে। যাহারা কর্ম্মই মোক্ষ প্রাপ্তির একমাত্র সাধন মনে করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞান অন্ধকারেই থাকিয়া যায়; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। আবার যাহারা চিত্তশুদ্ধির পূর্বেই জ্ঞানোপাসনায় রত হয় তাহারা ও "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া সেই অন্ধকারের গণ্ডীতেই পড়িয়া থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রথমে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল করিয়া পরে জ্ঞানোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত।

(১) **শব্দার্থ—অন্ধং তমঃ**—সংসাররূপ অদর্শনাত্মক অন্ধকার।

(২) **অবিদ্যাম্**—বিদ্যাবিরুদ্ধ অজ্ঞান বা কর্ম্ম। এখানে স্বর্গসাধন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে।

(৩) **ভূয় ইব**—ইব এবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভূয় শব্দের অর্থ—এখানে অতিশয়।

(৪) **বিদ্যায়াম্**—দেবতাজ্ঞানে ; জ্ঞানোপাসনায়।

৯। **শঙ্করভাষ্যম্**—অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা প্রথমো বেদার্থঃ। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমিত্যজ্ঞানাং জিজীবিষুণাং জ্ঞাননিষ্ঠাসংভবে কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজী-

বিষেদিতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্বিভাগো মন্ত্রপ্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ—সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদিত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়েত্যাদিবচনাৎ। অজ্ঞত্বং কামিত্বঞ্চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথাচ তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং জায়াদ্যেষণাত্রয়সংন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেনাত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক-ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনস্তেভ্যোঽসূর্যা নাম ত ইত্যাদিনা-বিদ্বন্নিন্দাদ্বারেণাত্মনো যাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদিত্যেতদন্তৈর্ম্মন্ত্রৈরুপদিষ্টম্। তে হ্যত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টমিত্যাদি বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজীবিষব স্তেভ্য ইদমুচ্যতে অন্ধং তম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে ন তু সর্বেষামিতুচ্যতে—অকামিনঃ সাধ্যসাধনভেদোপমর্দেন যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত ইতি। যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্বদাদিনিন্দা ক্রিয়তে। তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সংভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা তদিহোচ্যতে। যদ্দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসংবন্ধিত্বেনোপন্যস্তং ন পরমাত্মজ্ঞানম্ বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্‌ফলশ্রবণাৎ। তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরিহৈকৈকানুষ্ঠাননিন্দাসমুচ্চিচীষয়া ন নিন্দাপরৈবৈকৈকস্য পৃথক্‌ফলশ্রবণাৎ। বিদ্যয়া তদারোহন্তি। বিদ্যয়া দেব লোকঃ। ন তত্র দক্ষিণা যান্তি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। নহি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্রান্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা-বিদ্যা তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ। কর্ম্মণোবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নি-হোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামপাসতে তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভি-প্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাত্তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতা অভিরতাঃ। তত্রাবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সংনিহিতয়োরঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ। ৯

৯। **তাৎপর্য্য**—এখন প্রকরণ বিভাগ দেখান হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে

দেখান হইয়াছে যে যোগী কর্ম্মসংন্যাস করিয়া পরমেশ্বরকে জানিবেন। তাহাতে অশক্ত হইলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শরীরকে ব্রহ্মাবাপ্তির যোগ্য করিবেন, ইহা দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কামুকের সংসার এবং নিষ্কামের মোক্ষলাভ হয়, ইহা দেখাইবার জন্য নবম মন্ত্রের আরম্ভ হইতেছে।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা বা স্বর্গপ্রাপক আগ্নহোত্রাদিলক্ষণ কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান করে তাহারা অদর্শনাত্মক তমে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবার যাহারা চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধু দেবতাদির উপাসনায় রত থাকে তাহারা কর্ম্মত্যাগ হেতু পাপযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানী অপেক্ষাও অধিকতর তমে প্রবেশ করিয়া থাকে। কর্ম্ম না করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না এবং অশুদ্ধচিত্তে জ্ঞানোদয় ও হয় না। কর্ম্ম বা দেবতোপাসনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিলেই নরকের প্রতি কারণ হয় ; কিন্তু পরাগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমে উহাদের অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যেকের দ্বারাই প্রাণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্মের ফলে আমাদের প্রাত্যহিক ভোজনের অন্ন, দেবতাগণের হুত এবং প্রহুত বা দর্শ এবং পূর্ণমাস, মনোবাক্ ও কায়লক্ষণ তিনটী ভোগ সাধন এবং পশ্বর্থপয়, এই সপ্তান্নের সৃষ্টি হয়। কর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের ঐ সকল পদার্থে আত্মবোধ হইয়া থাকে। যাহারা শুধু কর্ম্মেতেই রত থাকে তাহাদের জন্য অন্ধং তমঃ প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। কারণ "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে যে জ্ঞাননিষ্ঠগণ উপায় উপেয়ের ভেদের পরপারে অবস্থিত। জ্ঞানবান্ কখনও কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় করিবে না। অজ্ঞ লোক ঐরূপ করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া তাহারা নিন্দিত হয়। এখানে যুক্তি ও শাস্ত্রের দ্বারা যাহার সহিত যাহার সমুচ্চয় হইতে পারে তাহাই দেখান হইতেছে। দেবতাজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মজ্ঞানের সহিত হইতে পারে না। শ্রুতি কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞানের বিভিন্ন ফল প্রদর্শন করিয়াছেন ; কর্ম্ম-ফলের দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, দেবতাজ্ঞানের দ্বারা দেবলোক লাভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এ মন্ত্র কর্ম্ম বা দেবতাজ্ঞানের নিন্দার জন্য আরব্ধ হয় নাই, উভয়ের সমুচ্চয়ের জন্যই আরব্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম কখনও অকরণীয় হইতে পারে না। কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান শুধু

কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ আনয়ন করিতে পারে না, কিন্তু সমুচ্চিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে উহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ একে ফলপ্রসূ ও অন্যে বন্ধ্যা হইলে একটী অন্যটীর শুধু অঙ্গরূপেই পরিণত হইয়া যায়।

বিদ্যাবিদ্যয়োঃ ফলম্

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া। *
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

সান্বয়ানুবাদ—বিদ্যয়া (দেবতোপাসনার ফল) অন্যদেবাহুঃ (ধীর ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া থাকেন) অবিদ্যয়া (এবং কর্ম্মের ফল) অন্যদাহুঃ (অন্যরূপ বলিয়া থাকেন [অর্থাৎ বিদ্যাদ্বারা দেবলোক এবং কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক লাভ হইয়া থাকে]) ইতি (এইরূপ) ধীরাণাং (বিদ্বান্‌ব্যক্তিগণের বচন) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)। যে (যে ধীর ব্যক্তিগণ) নঃ (আমাদিগকে) তৎ (সেই বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

শ্লোকার্থ—ধীর ব্যক্তিগণ সম্প্রদায় পরম্পরায় এই উপদেশই প্রদান করিয়া আসিতেছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান উপাসনার ফল একেবারে বিভিন্ন—দেবতারাধনের দ্বারা দেবলোক এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পিতৃলোক লাভ হইয়া থাকে। গীতা বলিতেছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥" ৯।২৫

শব্দার্থ—(১) **অন্যদেব**—অন্যই অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্।

(২) **ধীরাণাম্**—বচনম্ এখানে উহ্য রহিয়াছে।

(৩) **তৎ**—বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল।

১০। **শঙ্করভাষ্যম্** - অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্বদন্তি বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তীতি শ্রুতেঃ। অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি

* অন্যদেবাহুর্বিদ্যায়া অন্যদাহুরবিদ্যায়া ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুতেঃ। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষাময়-মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ। ১০

১০। **তাৎপর্য্য**—অবান্তর ফলভেদ যে বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের প্রতি কারণ তাহা দেখাইবার জন্য এই মন্ত্রের আরম্ভ।

শ্রুতি বলিয়াছেন যে বিদ্যাদ্বারা দেবলোক ও কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়। সুতরাং বিদ্যাও কর্ম্মের ফল পৃথক। আমরা সেই জ্ঞানিগণের এরূপ বাক্য শুনিয়াছি, যে আচার্য্যগণ আমাদিগকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই আগম পরম্পরাগত; সুতরাং নিত্য বলিয়া বিশ্বাস্য।

বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ফলম্

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১

সান্বয়ানুবাদ—যঃ (যে পুরুষ) বিদ্যাং (দেবতোপাসনা) অবিদ্যাং চ (এবং কর্ম্ম) উভয়ং (এই দুইটীই) সহ (এক পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় বলিয়া) বেদ (জানে) [সেই পুরুষ] অবিদ্যয়া (কর্ম্মদ্বারা) মৃত্যুং (সংসারকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (দেবতোপাসনাদ্বারা) অমৃতং (দেবতাত্মস্বরূপ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)।

শ্লোকার্থ—যে ব্যক্তি কর্ম্ম ও দেবতোপাসনার ক্রম অবগত আছেন তিনি সংসার অতিক্রম করিয়া দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এখানে দেবতাত্মলাভের নামই অমৃতত্ব। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—যদ্দেবতাত্ম-গমনং তদমৃতম্। এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ অনুষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে না, কর্ম্মানুষ্ঠানের পর জ্ঞানোপসনার কথা বলা হইতেছে।

শব্দার্থ—(১) **বিদ্যা**—দেবতোপাসনা বা জ্ঞানোপাসনা।

(২) **অবিদ্যা**— বিদ্যার বিপরীত অর্থাৎ কর্ম্ম।

(৩) **সহ**—সহ শব্দের অর্থ—এখানে সমুচ্চয় নহে, একাধারের বাচক মাত্র অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবেন।

(৪) **মৃত্যুম্**—মৃত্যু শব্দের অর্থ—এখানে সংসার। সরস্বতী উপনিষৎ ও সংসার অর্থাৎ নামও রূপকে মৃত্যু বলিয়াছেন।

Cf." অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

(৫) **অমৃতম্**—শঙ্করের মতে দেবতাত্মপ্রাপ্তি। উবটাচার্য্যের মতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। "আভূতসংপ্লবস্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।"

১১। **শঙ্করভাষ্যম্**—যত এবমতো বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ। যস্তদেতদুভয়ং সহৈকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ তস্য এবং-সমুচ্চয়কারিণঃ এবৈকপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে—অবিদ্যয়া কর্ম্মণাগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্বাতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেনামৃতং দেবতাত্মভাবমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধ্যমৃতমুচ্যতে যদ্দেবতাত্মগমনম্॥ ১১

১১। **তাৎপর্য্য**—যদি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল এক প্রকার এবং উপাসনার ফল অন্য প্রকার হয়, তাহা হইলে উহাদের অনুষ্ঠান কি করিয়া করা যাইতে পারে? প্রয়োজন ব্যতিরেকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, সুতরাং কৈবল্য প্রাপ্তির নিমিত্ত উহার ফল বিশদরূপে বর্ণনা করিতে হইবে। অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া এবং দেবতোপাসনা রূপ বিদ্যা যদি একই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির উপায়রূপে চিন্তা করিয়া অনুষ্ঠান করা যায় তাহা হইলে উহারা কৈবল্যপদ লাভের সহায়ক হয়। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্ম দুই প্রকার। নির্গুণ ব্রহ্ম বাস্তব এবং সগুণ ব্রহ্ম পরিকল্পিত। কর্ম্ম ও বিদ্যার একত্র অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্ম লোক নিবাসী সমষ্টিজীবাত্মস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের প্রাপ্তি হয়, তৎপর ঐ হিরণ্য-গর্ভের সহিত ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তির নাম মৃত্যুর উত্তরণ এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির নাম অমৃতত্ব লাভ করা। কারণ মারণাত্মক অন্তঃকরণ মলের নাম মৃত্যু এবং নিত্য পুরুষস্বরূপ লাভের নাম অমৃতত্ব বা মোক্ষ।

অবিদ্বন্নিন্দা

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সংভূত্যাং রতাঃ॥ ১২

সান্বয়ানুবাদ—যে (যাহারা) অসম্ভূতিং (অব্যাকৃত স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিকে) উপাসতে (উপাসনা করে) [তাহারা] অন্ধং তমঃ (গাঢ় অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), যে উ (যাহারা আবার) সংভূত্যাং রতাঃ (ব্যাকৃতস্বরূপ অর্থাৎ কার্য্যে রত থাকে) তে (তাহারা) ততঃ (পূর্ববর্ত্তী লোকদিগহইতে) ভূয় ইব (যেন আরও অধিক) তমঃ (অন্ধকারে) [প্রবেশ করিয়া থাকে]।

শ্লোকার্থ—এখানে অব্যাকৃত স্বরূপের দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাতা কারণ ও কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ ও হিরণ্যগর্ভকে বুঝাইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর—অসংভূতি অর্থে কামকর্ম্মের বীজভূত অবিদ্যা বা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংভূতি দ্বারা কার্য্য ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন। যাহারা অব্যক্তকেই ব্রহ্ম বোধে উপাসনা করিয়া থাকে তাহাদের প্রকৃতিলয় হয়। তাই পুরাণ বলিতেছেন—"দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।" আর যাহাবা ব্যক্তস্বরূপ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভকে আত্মবোধে উপাসনা করে তাহারা আরও গাঢ় অন্ধকারে গমন করে অর্থাৎ ইহাদের কেহই সংসাররূপ গতায়াতের হাত হইতে নিস্তার পায় না।

N. B. উবটাচার্য্য এই মন্ত্র ও পরবর্ত্তী পাঁচটী মন্ত্র বৌদ্ধগণের নিন্দাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা জীবকে জলবুদ্বুদ্ তুল্য এবং বিজ্ঞানকে মদশক্তিবৎ মনে করে তাহারা অন্ধ তমে প্রবেশ করে। তাহারা মনে করে মৃত্যুর পর আর জীব জন্মগ্রহণ করেনা, সুতরাং শরীরগ্রহণ আমাদের মুক্তির প্রতি ই কারণ। বিজ্ঞানস্বরূপ কোন স্থির আত্মা নাই, সুতরাং যম-নিয়মাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। এই শ্রুতিবিরুদ্ধ পথের অনুগামী বলিয়া তাহাদের মুক্তি হইতে পারেনা। যাহারা আবার কর্ম্মপরাঙ্‌মুখ হইয়া কেবল বিজ্ঞানবাদেই রত থাকে তাহারা আরও গাঢ়তর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে।

শব্দার্থ—অসংভূতিম্—সংভব বা কার্য্যের নাম সংভূতি তদন্য অসংভূতি—কারণরূপ অব্যাকৃত প্রকৃতি।

(২) **সংভূতিঃ**—কার্য্য ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। সাংখ্যকারগণ প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মহৎকেই—এই স্বয়ম্ভূ, মহেশ্বর বা জগৎকারণ ঈশ্বর সংজ্ঞা দিয়াছেন।

১২। **শঙ্করভাষ্যম্**—অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিং সংভবনং সংভূতিঃ সা যস্য কার্য্যস্য সা সংভূতি স্তস্যা অন্যাঽসংভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণমবিদ্যাঽব্যাকৃতাখ্যা তামসংভূতিমব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কামকর্ম্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকামুপাসতে যে তে তদনুরূপমেবান্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি য উ সংভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ॥ ১২

১২। **তাৎপর্য্য**—পূর্ব্বে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিতে ইচ্ছা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত উহাদের নিন্দা করা হইয়াছে! এখন ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার সমন্বয়ের অভিলাষী হইয়া পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত উহাদের নিন্দা করা হইতেছে।

সংভূতি শব্দের অর্থ জন্ম বা কার্য্য, যাহা হইতে এই কার্য্য আসে তাহা অসংভূতি বা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি কারণ, অবিদ্যা, অব্যাকৃত প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। যাহারা এই কামকর্ম্মের বীজভূত অদর্শনাত্মিকা প্রকৃতিকে আত্মজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকে তাহারা তদনুরূপ অন্ধতমে প্রবেশ করে। আবার যাহারা কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় রত হয় তাহারা উহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করিয়া থাকে।

সংভূতি সপ্তদশাত্মক লিঙ্গ শরীর। ইহা মায়াবীজের কার্য্য। ইহাকেই তত্ত্বদর্শিগণ সূত্রাত্মা বলিয়া থাকেন। পরমাত্মা মায়া ও তাহার কার্য্যের বাহিরে। এই পরমাত্মাকে জানিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

সংভবাসংভবোপাসনয়োঃ ফলম্

অন্যদেবাহুঃ সংভবাদন্যদাহুরসংভবাৎ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

সান্বয়ানুবাদ—সংভবাৎ (কার্য্য ব্রহ্মোপাসনার ফল) অন্যদেব(ভিন্নই) অসংভবাৎ (এবং অব্যাকৃত কারণ বা প্রকৃতির উপাসনা হইতে যে ফল হয় তাহা) অন্যৎ (অন্য প্রকারই) আহুঃ (ধীর ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন) যে (যে ধীর ব্যক্তিগণ) নঃ (আমাদিগের নিকট) তৎ (এই সংভূতি

ও অসংভূতির ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ধীরাণাং (ধীর ব্যক্তিগণের) ইতি (এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)।

শ্লোকার্থ -বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ—কার্য্য ব্রহ্মের উপাসনার ফল হইতে অব্যক্তের উপসনার ফল সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া সম্প্রদায় ক্রমে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন।

শব্দার্থ—(১) **সংভবাৎ ও অসংভবাৎ**—পূর্বশ্লোকোক্ত সংভূতি ও অসংভূতির স্থানে গৃহীত হইয়াছে।

১৩। **শঙ্করভাষ্যম্**—অধুনোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণমবয়ব-ফলভেদমাহ—অন্যদেবেতি। অন্যদেব পৃথগেবাহুঃ ফলং সংভবাৎ সংভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথাচান্যদাহুরসংভবাদসংভূতেরব্যাকৃতাদব্যাকৃতোপাসনাদ্ যদুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীতি প্রকৃতিলয় ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনাফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৩

১৩। **তাৎপর্য্য**—এই মন্ত্রে সংভূতি ও অসংভূতির সমন্বয়ের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল একরূপ এবং অব্যাকৃত প্রকৃতি উপাসনার ফল অন্যরূপ। কার্য্য ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতি লয় হয়। তত্ত্বদর্শিগণ ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কার্য্যব্রহ্ম ও প্রকৃতির ভেদ মতিভেদ হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পক্ষে উহাদের কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্যই এই ভেদ দেখান হয়। এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ।

সংভূত্যসংভূতিসমুচ্চয়ফলম্

সংভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ১৪

সান্বয়ানুবাদ—যঃ (যে ব্যক্তি) সংভূতিং চ (কারণরূপ প্রকৃতি) বিনাশং চ (এবং কার্য্যরূপ হিরণ্যগর্ভকে) উভয়ং সহ (একব্যক্তি

নিষ্পাদ্য বলিয়া) বেদ (জানে) [সে] বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা) মৃত্যুং তীর্ত্বা (সংসারকে অতিক্রম করিয়া) সংভূত্যা (অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা) অমৃতং (দেবতাত্মভাব):অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকে) ।

শ্লোকার্থ—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও তৎকার্য্যকে ক্রমে একই ব্যক্তির নিষ্পাদ্য বলিয়া জানে সে কার্য্য ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সংসার অতিক্রম করে এবং কারণের উপাসনাদ্বারা দেবতাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। উবটাচার্য্য এখানেও সংভূতি এবং বিনাশকে পরব্রহ্ম এবং জগদ্রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শব্দার্থ—(১) **সংভূতিম্**—শঙ্করাচার্য্য পৃষোদরাদি দ্বারা অকারলোপ করিয়া অসংভূতি অর্থ করিয়াছেন। উবটাচার্য্য সমস্ত জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ পরব্রহ্ম অর্থ করিয়াছেন ।

(২) **বিনাশম্**—কার্য্যম্। যাহার বিনাশ আছে তাহাই বিনাশ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ । ধর্ম্মে ধর্ম্মীর আরোপ হইয়াছে ।

১৪। **শঙ্করভাষ্যম্**—যত এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সংভূত্যসংভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈকপুরুষার্থত্বাৎ চেত্যাহ—সংভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য স তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন তদুপাসনেনানৈশ্বর্য্যাধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা হিরণ্যগর্ভোপাসনেন হ্যণিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্। তেনানৈশ্বর্য্যাদি মৃত্যুমতীত্যাসংভূত্যাঽব্যাকৃতোপাসনয়াঽমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে। সংভূতিং চ বিনাশং চেত্যত্রাবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ। প্রকৃতিলয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥ ১৪

১৪। **তাৎপর্য্য**—সংভূতি এবং অসংভূতি, এই উভয়বিধ উপাসনা একই পুরুষার্থের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিলে যখন সেই পুরুষার্থ লাভ হয় না, তখন তাহাদের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সমন্বয়ের ফল কথিত হইতেছে। অনৈশ্বর্য্য, অধর্ম্ম ও কাম প্রভৃতি দোষসমূহকেই শাস্ত্রবিদ্‌গণ মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায় এবং অব্যাকৃত উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়রূপ অমৃতত্ব লাভ হয়।

সংভূতি কারণ এবং বিনাশ কার্য্য। এই মন্ত্রে কার্য্যকারণের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি কার্য্যকারণ তত্ত্বের একত্ব জানেন তিনি অনৈশ্বর্য্যাদি মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিলয়রূপ অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কার্য্যের বিনাশ হইলে তাহা মায়াবীজ কারণে লীন হয়। এই মায়া চৈতন্যের ক্রীড়নক মাত্র। প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা স্বাভাবিক অজ্ঞান দূরীভূত হয়। তৎপর উপাসকের পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। এই পরব্রহ্মই বস্তুতঃ কার্য্যকারণাত্মক। ইহার দর্শনই মুক্তি।

সূর্য্য-প্রার্থনা

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে * ॥ ১৫

সান্বয়ানুবাদ—হিরণ্ময়েন (হিরণ্যবত্উজ্জ্বল) পাত্রেণ (পাত্র অর্থাৎ ঢাকনী দ্বারা) সত্যস্য (সত্যস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের) মুখম্ (শরীর) পিহিতম্ (আবৃত রহিয়াছে)। পূষন্ (হে সর্বলোকপোষক আদিত্য) ত্বং (তুমি) তৎ (সেই অপিধানপাত্র) সত্যধর্ম্মায় (সত্যজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষুর) দৃষ্টয়ে (অবগতির নিমিত্ত) অপাবৃণু (অপাকৃত কর অর্থাৎ সরাইয়া লও)।

শ্লোকার্থ—আদিত্যমণ্ডলের তেজ সেই পরব্রহ্মের তেজের প্রকাশক, তাই নারায়ণ বা ব্রহ্মকে আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বলা হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মের বাহ্যরূপের দ্বারা যাহাতে, মোহিত না হই সেই জন্য এই প্রার্থনা। আমরা নদীভ্রমে যেন মরীচিকায় আবদ্ধ না হই, সবিতৃ-তত্ত্বভেদ করিয়া যেন পরব্রহ্মে উপনীত হইতে পারি।

শব্দার্থ—(১) **হিরণ্ময়েন**—স্বর্ণনির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী।

(২) **পিহিতম্**—অপি উপসর্গের অকারের লোপ হইয়া পিহিত শব্দ হইয়াছে।

(৩) **সত্যস্য**—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের। সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ।

(৪) **মুখম্**—শরীর বা স্বরূপ। অবয়বের দ্বারা অবয়বী লক্ষিত হইতেছে।

* যজুর্বেদের দ্বিতীয় লাইনে—"যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্" আছে।

(৫) **সত্যধর্ম্মায়**—সত্য হইয়াছে ধর্ম্ম যার তাহার জন্য। মানুষ স্বীয়স্বভাব ভুলিয়া রহিয়াছে; সেই ভ্রমাপনোদনের জন্য। ষষ্ঠীর অর্থে চতুর্থী।

(৬) **দৃষ্টয়ে** · প্রকৃত দর্শনের নিমিত্ত অর্থাৎ বাহিরের চাকচিক্যেই যেন আত্মবিস্মৃত না হয় সেই জন্য।

১৫। **শঙ্করভাষ্যম্**—মানুষদৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণংপ্রকৃতি-লয়ান্তম্। এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃপরং পূর্বোক্তমাত্মৈবাভূ-দ্বিজানত ইতি সর্বাত্মভাব এব সর্বৈষণাসংন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য প্রকাশেন অতঃ উর্দ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তং, তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম্ম কুর্বন্ জিজীবিষেদ্ যোবিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া তদুক্তং বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বাবিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুত ইতি। তত্র কেন মার্গেণামৃতত্বমশ্নুত ইত্যুচ্যতে—তৎ যত্তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষ এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্ম্মকৃচ্চ যঃ সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ। হিরণ্ময়-মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেবাপিধানভূতেন সত্যস্যৈবাদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণোঽপিহিতমাচ্ছাদিতং মুখং দ্বারং তত্ত্বং হে পূষন্নপাবৃণু অপসারয় সত্যধর্ম্মায় তব সত্যস্যোপাসনাৎ সত্যং ধর্ম্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহ্যমথবা তথাভূতস্য ধর্ম্মস্যানুষ্ঠাত্রে দৃষ্টয়ে সত্যাত্মা নতবউপলব্ধয়ে। ১৫

১৫। **তাৎপর্য্য**—মানুষ ও দৈববিত্তের দ্বারা যে সকল শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার ফলে প্রকৃতিলয় পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই প্রকৃতিলয় পর্য্যন্তই সংসার। এই স্তর উত্তীর্ণ হইলেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। প্রবৃত্তি লক্ষণ কার্য্যদ্বারা সংসার ও নিবৃত্তি লক্ষণ কার্য্য দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মন্ত্র অমৃতত্বের পথই বলিয়া দিতেছে। দ্বার ব্যতীত ব্রহ্মের নিকট যাওয়া যায় না, এই জন্য

সর্ব্বাত্মস্বরূপ আদিত্যের নিকট দ্বার প্রার্থনা করা হইতেছে। এই আদিত্য মণ্ডলে যে অক্ষি পুরুষ বাস করেন তিনিই আত্মা। আদিত্যের তেজে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ আবৃত রহিয়াছে বলিয়া আদিত্যকে প্রার্থনা করা হইতেছে—হে পূষন্, আপনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন ; অনুষ্ঠাতা যেন সেই সত্যস্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে। সবিতার বরণীয় ভর্গই আমাদিগকে আত্মজ্ঞানের অভিমুখে লইয়া যায়। অরুণের কিরণ যেমন সূর্য্য কিরণ হইতে অভিন্ন, সূর্য্যের জ্যোতিও সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি হইতে অভিন্ন। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পূর্ণ। অনুষ্ঠাতাও পূর্ণ, যেহেতু তিনি এ দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাক্ষী। এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

সূর্য্য-প্রার্থনা

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতম তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬

সান্বয়ানুবাদ—পূষন্ (হে জগৎপোষক) একর্ষে (হে একত্ব-রূপেগন্তঃ) যম (হে অন্তর সংযমনকারী) সূর্য্য (হে সুষ্ঠুগমনকর্ত্তঃ) প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতির পুত্র) রশ্মীন্ (তোমার রশ্মি সমূহকে) ব্যূহ (বিশেষ-রূপে সংহার কর) তেজঃ (এবং তাপক [ভর্জক] তেজ সমূহকে) সমূহ (সম্যক্‌রূপে সংহার কর) [যেন] যৎ তে (যাহা তোমার) কল্যাণতম (হে মঙ্গলদাতঃ) রূপং (স্বরূপ) তৎতে (তোমার সেইরূপ) পশ্যামি (দেখিতে পারি)। যঃ (যিনি) অসৌ অসৌ (ঐ দূরবর্ত্তী আদিত্যমণ্ডলস্থ) পুরুষঃ (ব্যাহৃতির অবয়বরূপী পুরুষ) সঃ (তিনি) অহমস্মি (আমিই অর্থাৎ আমাতে ও আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষে কোনভেদ নাই)।

শ্লোকার্থ—ঋষি আত্মদর্শনের অভিলাষী হইয়া আদিত্যের স্তুতি করিতেছেন। ভগবান্ সবিতা যেন অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টিরোধকারী স্বীয় রশ্মি সমূহ বিদূরীত করেন এবং ঋষি যেন সবিতৃমণ্ডলান্তর্গত পুরুষের মূর্ত্তিকে স্বীয় মূর্ত্তি হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

শব্দার্থ—(১) **একর্ষে**—একমাত্র দ্রষ্টা। একমাত্র গন্তা।

(২) **যোসাবসৌ**—প্রথম অসৌ দ্বারা আদিত্যমণ্ডলস্থ পরোক্ষ ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে এবং দ্বিতীয় অসৌ দ্বারা শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারই অপরোক্ষ ভাব সূচিত হইতেছে।

(৩) **অহম্**—অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনভূত। এখানে অহংগ্রহ উপাসনার কথা বলা হইতেছে।

১৬। **শঙ্করভাষ্যম্**—পূষন্নিতি। হে পূষন্! জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিস্তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ। হে একর্ষে! তথা সবস্য সংযমনাদ্ যমঃ। হে যম! রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাং চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ। হে সূর্য্য! প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ। হে প্রাজাপত্য! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। সমূহ একীকুরু উপসংহর তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ। যত্তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনং তত্তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিং চাহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে যোসাবাদিত্যমণ্ডলস্থঃ ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ পূর্ণং বানেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ সোঽহমস্মি ভবামি। ১৬

১৬। **তাৎপর্য্য**—এই মন্ত্রে পূষার স্বরূপ কথিত হইতেছে। জগতের পোষণ করেন বলিয়া ইনি পূষা, তিনিই একাকী গমন করেন বলিয়া একর্ষি, তিনি সকলকে সংযমিত করেন বলিয়া যম, রশ্মি, প্রাণ ও রসের গ্রহণকারী বলিয়া ইনি সূর্য্য, প্রজাপতির অপত্য বলিয়া ইনি প্রাজাপত্য—এতাদৃশ পূষা স্বীয় রশ্মিসমূহ দূরীভূত করিয়া আপনার তাপক জ্যোতি-সমূহের সংহার করুন ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। আত্মার প্রসাদে আমি যেন তাহার শোভন স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি। আমি ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাকে যাচ্ঞা করিতেছি না, আমি তাহারই স্বরূপ এবং ঐ আদিত্যমণ্ডলস্থ পূর্ণ পুরুষ হইতেও আমি ভিন্ন নই।

মুমুক্ষোরন্তকালকর্ত্তব্যম্

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁক্রেতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭

সান্বয়ানুবাদ—বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলং (সূত্রাত্মরূপ) অমৃতং (অধিদৈবতাত্মকে [প্রাপ্ত হউক]) অথ (লিঙ্গদেহের উৎক্রান্তির পরে)

ইদং শরীরম্ (এই স্থূল দেহ) ভস্মান্তং (হুত হইয়া ভস্মাশেষ) [হউক] ওম্ (হে অগ্নিরূপী আত্মন্) ক্রতো (হে সংকল্পাত্মক) কৃতং (এতাবৎ যে শুভাশুভের সম্পাদন করিয়াছ তাহা) স্মর (স্মরণ কর)। [ক্রতো ইত্যাদি দ্বিরুক্তি আদর প্রদর্শনের জন্য]।

শ্লোকার্থ—এই মন্ত্রে যোগী অন্তিমকালে স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—ম্রিয়মাণ আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অধিদৈবিকাত্মা অমৃতস্বরূপ অনিলকে প্রাপ্ত হউক; আমার এই স্থূল শরীর অগ্নিতে হুত হইয়া ভস্মেতে পরিণত হউক। হে সংকল্পাত্মক মন! এতাবৎকাল যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহা স্মরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্মেতে নিবদ্ধ হইয়া তাহা স্মরণ কর।

শব্দার্থ (১)—**বায়ু**—প্রাণবায়ু।

(২) **অনিলম্**—সূত্রাত্মস্বরূপ জগতের প্রাণ। পূর্বে মাতরিশ্বা বলা হইয়াছে।

(৩) **ওঁম্**—এই শব্দ ব্রহ্মের বাচ্য ও বাচক উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Cf. "ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম"—গীতা। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—পাতঞ্জল দর্শন।

(৪) **ক্রতো**—ক্রতু এই শব্দের সম্বোধন। বেদে ক্রতুশব্দ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে যজ্ঞরূপী ভগবান্ বা সংকল্পাত্মক মন এই উভয়েতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৫) **কৃতম্**—এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম।

১৭। **শঙ্করভাষ্যম্**—বায়ুরিতি। অথেদানীং মম মরিষ্যতঃ বায়ুঃ প্রাণোঽধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতাত্মানং সর্বাত্মকমনিলং অমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। লিঙ্গং চেদং জ্ঞানকর্ম্ম-সংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্। মার্গযাচনসামর্থ্যাৎ। অথেদং শরীরং অগ্নৌ হুতং ভস্মান্তং ভূয়াৎ। ওঁমিতি যথোপাসনম্ ওঁং প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। হে ক্রতো সংকল্পাত্মক স্মর যন্মম স্মর্ত্তব্যং তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতোঽতঃ স্মর এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতমগ্নে স্মর যন্ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্। ১৭

১৭। **তাৎপর্য্য**—দেহের কার্য্য আমার শেষ হইয়াছে, অতএব মৃত্যুকালে আমার প্রাণবায়ু এই জীবাত্মা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন দেহকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বায়ুতে মিশ্রিত হউক অর্থাৎ সূত্রাত্মা বায়ুকে অবলম্বন করুক। জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃত এই লিঙ্গ শরীর উৎক্রান্ত হউক। অনন্তর এই শরীর অগ্নিতে হুত হইয়া ভস্মে পরিণত হউক। হে ওঁম্ প্রতীকাত্মক অগ্নি, হে সংকল্পাত্মক যজ্ঞ, আমার স্মরণীয় বিষয় স্মরণ কর, এতকাল পর্য্যন্ত যে ভাবনা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর। আদরে দ্বিরুক্তি।

অগ্নি-প্রার্থনা

(a) অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযুধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮

ইত্যুপনিষৎ। ইতি বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ সমাপ্তা॥

(a) **সান্বয়ানুবাদ**—দেব অগ্নে, (হে দ্যোতনাত্মক অগ্নিদেব) বিশ্বানি (সমস্ত) বয়ুনানি (কর্ম্মসমূহ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধন অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত) সুপথা (শোভন অর্থাৎ শুক্লগতি দ্বারা) নয় (চালিত কর)। অস্মৎ (আমাদিগ হইতে) জুহুরাণম্ (বঞ্চনাত্মক) এনঃ (পাপকে) যুযোধি (বিযোজিত কর) তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাং (যথেষ্ট) নমউক্তিং (নমোবাক্য) বিধেম (নিবেদন করিতেছি)।

শ্লোকার্থ—মৃত্যুরপর মানুষ কর্ম্মানুযায়ী শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দ্বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুক্লমার্গে গমন করিলে তাহাকে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণমার্গে গমন করিলে তাহাকে গতায়াত করিতে হয়। যোগী দেহান্তকালে অগ্নির নিকট তাই শুক্লগতি প্রার্থনা করিতেছে। শুধু প্রার্থনা করিলে হইবে না, জীবকে স্বকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ করিতেই হইবে। তাই তিনি যাহাতে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন তাহার জন্যও অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। লোভজনক পাপের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ অধঃপাতে যায় অতএব যাহাতে পাপের সংস্পর্শে আসিতে না হয়; পাপ হইতে দূরে অবস্থান করা যায় তাহার জন্যও প্রার্থনা করা হইতেছে। এখন আর সময় নাই, তাই বেশী কিছু না বলিয়া তিনি শুধু অগ্নির নিকট আত্মনিবেদন

করিতেছেন। ভগবানের নিকট আত্মনিবেদনই পাপ সংস্পর্শত্যাগের শ্রেষ্ঠ উপায়।

শব্দার্থ—সুপথা—শোভন পথে অর্থাৎ উত্তরায়ণমার্গে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন—সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গনিবৃত্ত্যর্থম্। এই পথদ্বয় দেবযান, পিতৃযান; দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ এবং শুক্ল, কৃষ্ণ পথ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

(২) **রায়ে**—ধনের নিমিত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত। মুক্তি লক্ষণ ধনের নিমিত্ত—উবটাচার্য্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান ফল ভোগের নিমিত্ত—আনন্দ ভট্টোপাধ্যায়।

(৩) **বয়ুনানি**—কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা।

(৪) **যুযোধি**—বিযুক্ত কর।

(৫) **নম-উক্তিম্**—নমোবাক। নম এই কথা। ইহাই আত্ম-নিবেদনের কথা। মানুষ যখন নিজকে নিতান্ত দুর্গত মনে করে তখনই এই আত্মনিবেদনের ভাব তাহার মনে জাগ্রৎ হয় এবং সত্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রিয়ভক্ত ও সখা অর্জ্জুন তাই বলিতেছেন—শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বং প্রপন্নম্।

১৮। **শঙ্করভাষ্যম্**—পুনরন্যেন মন্ত্রেণ মার্গং যাচতে অগ্নে নয়েতি। হে অগ্নে নয় গময় সুপথা শোভনেন মার্গেণ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণমার্গনিবৃত্ত্যর্থম্। নির্বিণ্ণোঽহং দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগতলক্ষণে-নাতো যাচে ত্বাং পুনঃ পুনর্গমনাগমনবর্জিতেন শোভনেন পথা নয়। রায়ে ধনায় কর্ম্মফলভোগয়েত্যর্থঃ। অস্মান্ যথোক্তধর্ম্মফলবিশিষ্টান্ বিশ্বানি সর্বাণি হে দেব বয়ুনানি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিং চ যুযোধি বিযোজয় বিনাশয় অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চনাত্মকং এনঃ পাপম্। ততো বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইষ্টং প্রাপস্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্নুম পরিচার্য্যাং কর্ত্তুং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্। তে তুভ্যং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেমেত্যর্থঃ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুত ইতি শ্রুত্বা কেচিৎ সংশয়ং কুর্বন্তি। অতস্তন্নিরাকরণার্থং সংক্ষেপতো বিচারণাং করিষ্যামঃ।

তত্র তাবৎ কিংনিমিত্তঃ সংশয় ? ইত্যুচ্যতে। বিদ্যাশব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিদ্যৈব কস্মান্ন গৃহ্যতে অমৃতত্বং চ। নন্যুক্তায়াঃ পরমাত্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। সত্যম্‌। বিরোধস্তু নাবগম্যতে বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ। যথা বিদ্যানুষ্ঠানং বিদ্যোপাসনং চ শাস্ত্রপ্রমাণকং তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি। যথা চ ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি ইতি শাস্ত্রাদবগতং পুনঃ শাস্ত্রেণৈব বাধ্যতে অধ্বরে পশুং হিংস্যাদিতি। এবং বিদ্যাবিদ্যয়োরপি স্যাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি শ্রুতেঃ। বিদ্যাং চাবিদ্যাং চেতি বচনাদবিরোধ ইতি চেন্ন। হেতুস্বরূপফল-বিরোধাৎ। বিদ্যাবিদ্যাবিরোধাবিরোধয়োবিকল্পাসংভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাৎ অবিরোধ এব ইতি চেন্ন। সহসংভবানুপপত্তেঃ। ক্রমেণৈ-কাশ্রয়ে স্যাতাং বিদ্যাবিদ্যে ইতি চেন্ন। বিদ্যোৎপত্তাববিদ্যায়া হ্যস্তত্বাত্ত-দাশ্রয়েঽবিদ্যানুপপত্তেঃ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি বিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নাশ্রয়ে তদুৎপন্নং তস্মিন্নেবাশ্রয়ে শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বা ইত্য-বিদ্যায়া উৎপত্তির্নাপি সংশয়োঽজ্ঞানং বা। যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবা-ভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত ইতি শোক-মোহাদ্যসংভবশ্রুতেঃ। অবিদ্যাসম্ভবাত্তদুপাসনস্য কর্ম্মণোঽপ্যনুপপত্তি-মবোচাম। অমৃতমশ্নুত ইত্যাপেক্ষিকমমৃতং বিদ্যাশব্দেন পরমাত্ম-বিদ্যাগ্রহণে হিরণ্ময়েনেত্যাদিনা দ্বারমার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্যাত্তস্মাদু-পাসনয়া সমুচ্চয়ো ন পরমাত্মবিজ্ঞানেনেতি যথাস্মাভিব্যাখ্যাতং এব মন্ত্রাণামর্থ ইত্যুপরম্যতে। ১৮

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যং সংপূর্ণম্‌। ওঁ তৎসৎ।

১৮। **তাৎপর্য্য**—আদিত্যের নিকট মার্গ প্রার্থনা করিয়া এখন অগ্নির নিকট মার্গ প্রার্থনা করা হইতেছে। হে অগ্নি, শোভন পথে আমায় লইয়া যাও। যাহাতে দক্ষিণমার্গে যাইতে না হয় এই জন্য সুপথ বলা হইল। দক্ষিণমার্গে গমন করিলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয় এই জন্য দক্ষিণ-মার্গের নিবৃত্তির কামনা করা হইতেছে। হে অগ্নি আপনি আমাদের সমুদয় কর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন, অতএব আমাদিগকে কর্ম্মফল ভোগ

করিবার নিমিত্ত লইয়া চলুন। বঞ্চনাত্মক পাপ আমাদিগ হইতে বিযুক্ত করুন। তাহা হইলে আমরা বিশুদ্ধ হইয়া ইষ্টফল লাভ করিতে সমর্থ হইব। বিশেষরূপে তোমার পরিচর্য্যা করিতে অশক্ত বলিয়া আমরা নমস্কারের দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব।

শান্তিমন্ত্রঃ

(b) ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

N. B. আদি ও অন্তে শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাই শান্তিমন্ত্র বলা হইতেছে।

(b) **সান্বয়ানুবাদ**—ওঁম্ (ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে)। অদঃ (বুদ্ধির অতীত যিনি) পূর্ণম্ (তিনি পূর্ণ) ইদং (এবং বুদ্ধির বিষয়ীভূত যিনি) পূর্ণম্ (তিনিও পূর্ণ) পূর্ণাৎ (এই পূর্ণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (হিরণ্যগর্ভাখ্য পূর্ণব্রহ্ম) উদচ্যতে (অবতীর্ণ হয়েন)। পূর্ণং (বিরাট) পূর্ণস্য আদায় (পূর্ণেরই মহিমা গ্রহণ করিয়া) [থাকে] পূর্ণমেব (কিন্তু সর্ব্বত্র পূর্ণই) অবশিষ্যতে (বিরাজ করে)।

শ্লোকার্থ—হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত সকলই পূর্ণব্রহ্মের মহিমা সুতরাং পূর্ণ। তাই ঋগ্‌বেদ বলিতেছে—এতাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। মহিমা বা বিকার অবাস্তব বলিয়া পূর্ণস্বরূপের হানি প্রসঙ্গ নাই।

ওঁ শান্তিঃ

ঈশাবাস্যরহস্যসারঃ

(১)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং ধ্রুবম্ ।
বোধয়ন্তি যতঃ সত্যং সর্ব্বে বেদাঃ ষড়ঙ্গকাঃ ।।
ঈশা ঈশেন সংব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
সুগন্ধচন্দনেনৈব দুর্গন্ধশ্ছাদ্যতে যথা ।
নামরূপাত্মকং বিশ্বমাত্মনাচ্ছাদিতং তথা ।।
তস্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ সর্ব্বদৈব হ
ইত্যেষ এব বেদার্থঃ প্রথমো বৈ নিরূপিতঃ ।।

(২)

সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য মন্তব্যঃ পরমেশ্বরঃ ।
তদশক্তস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি শ্রুতির্জগৌ ।।
ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা তু কর্ম্মকুর্ব্বন্ন লিপ্যতে ।
প্রসীদতি পরো হ্যাত্মা শুদ্ধান্তঃকরণে স্বয়ম্ ।
ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রার্থঃ স্বয়মেব নিরূপিতঃ ।।

(৩)

অবিবেকাত্তু সংসারঃ বিবেকান্নৈব বিদ্যতে ।
অবিবেকনিবৃত্ত্যর্থং মন্ত্রোয়ং সংপ্রবর্ত্ততে ।।
আত্মজ্ঞানমুপেক্ষ্যাম দেবা যে ভোগলম্পটাঃ
অসুরাঃ এব তে জ্ঞেয়া আত্মধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ।।
যেহন্যথা সন্তমাত্মানম্ অকর্ত্তারং স্বয়ং প্রভম্ ।
কর্ত্তা ভোক্তেতি মন্যন্তে ত এবাত্মহনো জনাঃ
যেহন্যথাসন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে ।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা
তস্মাজ্ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সংন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্ ।
স্বাত্মানং পরমং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ।।

(৪)

কীদৃশং তৎপরং তত্ত্বং পূর্ব্বমন্ত্রেণ কীর্ত্তিতম্।
তদর্থপ্রতিপত্ত্যর্থং চতুর্থোঽয়ং প্রবর্ত্ততে॥
তস্মিংস্তিষ্ঠতি পূর্ণেঽস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলে।
অপঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি মাতরিশ্বা দধাতি চ॥
অন্তরিক্ষে স্বয়ং যাতি সূত্রাত্মা পবনঃ স্বয়ম্।
কর্ম্ম চৈতৎ ফলং চৈব ধারয়ত্যেবসর্ব্বদা॥

(৫)

ন মন্ত্রাণাং জামিতাদিদোষঃ কশ্চনবিদ্যতে।
উক্তমেব বদত্যর্থং ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশকম্॥
তদেজতি পরংব্রহ্ম ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
সাকারং মায়য়া ভাতি নিরাকারং তু বাস্তবম্॥
উপাধিচলনেনৈব চলনং তু বিভাব্যতে।
তন্নৈজতি পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
তচ্চ দূরে পরং ব্রহ্ম সর্ব্বদৈবাবিবেকিনাম্।
তদেব হ্যন্তিকে ব্রহ্ম স্বাত্মরূপং বিবেকিনাম্॥
তদ্বাহ্যাভ্যন্তরে ব্রহ্ম কার্য্যকারণবস্তুনঃ।
বিশ্বাতীতং পরংব্রহ্ম বিশ্বস্যাভ্যন্তরে স্থিতম্॥

(৬)

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং কর্ম্মণা নৈব লভ্যতে।
কর্ম্মত্যাগী পরং ব্রহ্ম প্রাপ্য সম্যক্ প্রমুচ্যতে॥
ঘৃণা দয়া জুগুপ্সা বা জায়তে ভেদদর্শিনঃ।
ন তু নির্ভেদমদ্বৈতমাত্মৈকত্বং প্রপশ্যতঃ॥

(৭)

পরিব্রাডেব তদ্বেত্তি স্বাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্॥
ব্রহ্মৈব সকলং বিশ্বমহমস্মীতি তৎপদম্॥
পদ্যতে গম্যতে নিত্যং স্বস্বরূপং স্বয়ংপ্রভম্।
শোকমোহাদিসম্বন্ধঃ তস্মিন্নৈব তু বিদ্যতে॥

আত্মানং সর্ব্বগং শুদ্ধং নিরূপয়িতুমঞ্জসা ।
আপ্নোতি সকলং কার্য্যং তস্মাদাত্মেতি গীয়তে ।
সমাপ্তঃ সর্ব্বগো হ্যাত্মা নিত্যং সর্ব্বস্বভাবকঃ ।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ।।

(৯)

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে ।
ইতি প্রদর্শনার্থে তু মন্ত্রোঽয়ংসংপ্রবর্ত্ততে ।।
অন্ধং মূঢ়ং তমো যান্তি কেবলং কর্ম্মচিন্তকাঃ ।
দেবতোপাসকা যে চ তেঽপি যান্তি পুনস্তমঃ ।।
একৈকোপাসনাং ভিন্নাং নিন্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
একেনৈব দ্বয়ং সেব্যং শ্রুতিরাহ পুনঃ স্বয়ম্ ।।

(১০)

একত্বং তু নচৈবাস্তি রবিশার্বরয়োরিব ।
পৃথগেব দর্শয়িতুং কর্ম্মবিজ্ঞানজং ফলম্ ।।
বিদ্যয়া অন্যদেবাহুঃ পৃথগেব ফলং বুধাঃ ।
অবিদ্যয়া অন্যদাহুঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণঃ ।।

(১১)

অগ্নিহোত্রং চ বিদ্যাং চ দেবতোপাসনং পরম্ ।
একীকৃত্য চিন্তিতং চেৎ কৈবল্যং লভতে পদম্ ।
দ্বিবিধং তৎপরং ব্রহ্ম সগুণং নির্গুণাত্মকম্ ।
নির্গুণং বাস্তবং ব্রহ্ম সগুণং পরিকল্পিতম্ ।।
কর্ম্মবিদ্যাং চৈকীকৃত্য যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ।
মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা কর্ম্মণা তু বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ।।
হিরণ্যগর্ভমাত্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনং ।
তং প্রাপ্য তেন সার্দ্ধংতু পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।।

(১২)

কামুকস্য তু সংসারঃ নিষ্কামস্য পরাগতিঃ ।
ইতি প্রদর্শনার্থস্তু মন্ত্রোয়ং সংপ্রবর্ত্ততে ।
সংভবনং চ সংভূতি লিঙ্গং সপ্তদশাত্মকম্ ।
অসংভূতিশ্চ যা সাত্র মায়াতত্ত্বং প্রচক্ষতে ॥
মায়াতত্ত্বাত্তু সংসারো জায়তে সর্ব্বদেহিনাম্ ।
কার্য্যকারণনির্মুক্তং জ্ঞাত্বাত্মানং বিমুচ্যতে ॥

(১৩)

সংভবাদন্যদেবাহুঃ ফলং কার্য্যস্য চিন্তনাৎ
কারণাদ্ বীজরূপস্য চিন্তনাদন্যদেব হি ॥
মতিভেদাত্তু ভেদোঽয়ং দর্শিতো ন তু বস্তুতঃ ।
ধীরাণাং পরমং বাক্যং ব্রহ্মতত্ত্বপ্রদর্শকম্ ॥

(১৪)

কার্য্যকারণরূপৌ চ ব্রহ্মৈব কেবলং শিবম্ ।
কার্য্যকারণনির্মুক্তং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥
আত্মবিদ্যাবধিঃ সোঽথ পরং কারণমুচ্যতে ॥

(১৫)

দ্বারং বিনা কথং গন্তুং শক্যতে ব্রহ্মতৎপরম্ ।
সত্যলোকস্য চাত্মানং সূত্রভূতং সনাতনম্ ॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য ব্রহ্মণঃ মুখম্ ।
তীক্ষ্ণেণ জ্যোতিষা ব্যাপ্তং গন্তুং নৈব তু শক্যতে ॥
রশ্মিজালং নিরাকৃত্য দ্বারং মে দেহি ভাস্কর ।
ভৃত্যবত্ত্বাং নৈব যাচে স্বরূপোঽহং তবাচ্যুত ॥

(১৬)

একর্ষে যম সূর্য্যাদি সবিতুঃ রূপমুচ্যতে ।

(১৭)

শাশ্বতং কার্য্যরূপং চ কৃপয়া তৎপরং পুনঃ।
তত্রৈবোপাসকঃ সাক্ষাৎ বায়ুং প্রার্থয়তে স্বয়ম্ ।।
সূত্রাত্মানং পরং দিব্যং অমৃতং শিবমব্যয়ম্ ।
প্রাণো গচ্ছতু মে শীঘ্রং স্বয়ং গচ্ছতু নিশ্চলম্ ।।
অথেদানীং শরীরং মে ভস্মীভবতু বৈ ধ্রুবম্ ।
ক্রতো স্মর নিবীজায় কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।।
কৃতমুপাসনং কর্ম্ম ফলং দাতুং চ শাশ্বতম্ ।।

(১৮)

উপাসকেন গন্তব্যং কেন মার্গেণ সাম্প্রতম্ ।
অগ্নে প্রকাশরূপোঽসি শোভনেন পথা নয় ।।
বিশ্বানি দেব সর্ব্বাণি জ্ঞানানি বয়ুনানি চ।
বিদ্বান্ জানাতি সর্ব্বজ্ঞ প্রসীদ বরদো ভব ।।
বিযোজয় জুহুরাণং কৌটিলং পাতকং মম।
নমউক্তিং বিধেম ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর ।।

শ্রীমাধবদাসদেবশর্ম্মণা সংক্ষিপ্তম্ ।